নির্বাচিত
হাজার হাদীস



অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

নির্বাচিত

হাজার হাদীস

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

আল-ইসলাহ প্রকাশনী

www.bjilibrary.com

নির্বাচিত হাজার হাদীস
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন এমপি

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ

সপ্তম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০৬ খ্রীস্টাব্দ

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Nirbachito Hazar Hadith (Selected one thousand Hadiths)
by Prof. Mujibur Rahman
Al-Islah Prokasoni, Mohishal Bari, Godagari, Rajshahi, Bangladesh.
7 th Edition : February 2006 , Fixed Price : 40.00 Taka Only.

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ মেহেরবাণীতে 'নির্বাচিত হাজার হাদীস' অল্প সময়ের ব্যবধানে সবকটি কপি পাঠকদের কাছে পৌঁছে গেছে। সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের নিকট থেকে দু'রকমের পরামর্শ এসেছে। "অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে এত বেশী হাদীসের ইলম এর আগে কোথাও পাওয়া যায় নি -এটি সাধারণ ও অল্প শিক্ষিত লোকের জন্য খুবই উপকারী হয়েছে।" দ্বিতীয়টি "শুধু হাদীসের কেতাবের নাম উল্লেখ আছে রাবীর নাম সহ আসা দরকার। আরবী দিতে পারলে খুবই ভাল হত।"

আমরা পরামর্শের আলোকে এবারের সংস্করণে প্রতিটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পূরো বানান সহ উল্লেখ এবং বর্ণনাকারীর (রাবীর) নাম উল্লেখ করেছি। প্রথম সংস্করণে এতদিন রাসুল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম কথাটি প্রতিটি হাদীসে বলতে না পারার ব্যাথা বেদনা আমরা অনুভব করে এসেছি। এখন এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রতিটি হাদীসেই দরূদ বলার কারণে দশটি করে রহমত পাবার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারায় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। যারা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সকলের জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ যেন তাদের সকলকেই দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পুরস্কার দান করেন এবং আমাদের সকলকেই তাঁর রাহমাতের সাগরে সিক্ত করে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করেন। আমীন॥

মগবাজার, ঢাকা
১লা রমজান, ১৪২২ হিজরী

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন এমপি

www.bjilibrary.com

"مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ
مِنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ"

"আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যে
বেঁচে থাকার চেয়ে
আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে
মৃত্যুই শ্রেয়"।

www.bjilibrary.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আম্মা, আব্বা, দাদা, দাদী,
নানা, নানী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন সহ
ইসলামী আন্দোলনের একান্ত প্রিয় ভাইবোনদের
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা ...॥

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

১। ঈমান ইসলাম	৯
২। কবিরা গুনাহ	১০
৩। কুরআন সুন্নাহ আকড়ে ধর	১২
৪। ইলম	১৩
৫। ওজু	১৬
৬। পেশাব পায়খানা	১৭
৭। মিশওয়াক	১৮
৮। গোসল	১৯
৯। নামাজ	২০
১০। মসজিদে নামাজ	২৪
১১। নামাজের পোশাক	২৬
১২। দরূদ ও দোয়া পাঠ	২৭
১৩। জামায়াতে নামাজ	২৮
১৪। রাতের নামাজ	৩১
১৫। ঈদ ও অন্যান্য নামাজ	৩২
১৬। অসুস্থদের জন্য করণীয়	৩৩
১৭। মৃত্যু	৩৫
১৮। শ্রমিক	৩৯
১৯। যাকাত	৪০
২০। আল্লাহর পথে খরচ	৪১
২১। রোজা	৪৬
২২। কদরের রাত ও এতেকাফ	৫০
২৩। কুরআন তেলাওয়াত	৫১
২৪। দোয়া	৫৪
২৫। আল্লাহর স্মরণ-যিকর	৫৬
২৬। তওবা-ইসতেগফার	৫৭
২৭। হজ্জ	৬০
২৮। হালাল উপার্জন	৬২
২৯। ঋণ	৬৪
৩০। ওসিয়ত	৬৭
৩১। বিয়ে-সংসার	৬৭

www.bjilibrary.com

৩২। শপথ ৭২
৩৩। অপরাধের শাস্তি বিধান ৭৩
৩৪। আনুগত্য ৭৬
৩৫। শাসক ও বিচারক ৭৭
৩৬। জিহাদ ৭৯
৩৭। সফর ৮৩
৩৮। শিকার ও যবেহ ৮৪
৩৯। আকীকা ৮৫
৪০। খাদ্য গ্রহণ ৮৫
৪১। মেহমানদারী ৮৯
৪২। পোশাক পরিচ্ছদ ৯০
৪৩। চুল ৯১
৪৪। ছবি ৯২
৪৫। চিকিৎসা ৯৩
৪৬। স্বপ্ন ৯৫
৪৭। সালাম ৯৬
৪৮। বসা ও শোয়া ৯৮
৪৯। হাঁচি, হাই তোলা ৯৯
৫০। বক্তৃতা ও ভাষণ ১০০
৫১। গীবত ১০৩
৫২। আচরণ ১০৩
৫৩। মর্মস্পর্শী বাণী ১১১
৫৪। আশা-আকাঙ্খা ১১৪
৫৫। রিয়া (লোক দেখান কাজ) ১১৬
৫৬। ভয় ও কান্না ১১৭
৫৭। মানুষ ও যুগের পরিবর্তন ১১৭
৫৮। কিয়ামতের আলামত ১১৮
৫৯। জান্নাত ও জাহান্নাম ১২০
৫৯। নবীদের আলোচনা ১২৩
৬০। আরব কুরাইশ ১২৫
৬১। হাদীসে কুদসী ১২৮
৬২। বুখারী মুসলিম সমর্থিত ২৫টি হাদীস ১৩৮
৬৩। সাতজন শ্রেষ্ঠ হাদীস বর্ণনাকারী ১৪২

www.bjilibrary.com

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

- জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস
- সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন
- কারাগার থেকে আদালতে
- আরব ভূখন্ডে কিছুক্ষণ
- ইউরোপে একমাস
- আল্লাহর পথে খরচ
- ইসলামী আচরণ
- ওশর

www.bjilibrary.com

নির্বাচিত হাজার হাদীস

ঈমান ও ইসলাম

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমান সে যার জবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে। (বুখারী- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান ও অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম না হই। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে। (মুসলিম-আব্বাস রাঃ)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল 'আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এ কথা বল এবং তার উপর কায়েম থাক'। (মুসলিম-সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী রাঃ)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের অধিবাসী নারীরাই বেশী হবে কারণ (১) নারীগণ বেশী মাত্রায় অন্যের প্রতি লানত (অভিশাপ) দেয় এবং (২) স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে। (বুখারী, মুসলিম-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালবাসবে অথবা শত্রুতা রাখবে এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করবে অথবা দান থেকে বিরত থাকবে সে তার ঈমান পূর্ণ করল। (আবূ দাউদ-আবু উমামা রাঃ)

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার আমানত নাই তার ঈমান নাই, যার ওয়াদার মূল্য নাই তার দ্বীন নাই। (বায়হাকী-আনাস রাঃ)

www.bjilibrary.com

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের চাবি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই- এর সাক্ষ্য দেয়া। (আহমদ-মুআয ইবনে জাবাল রাঃ)

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দেবে- তখন তুমি মুমিন। (আহমদ-আবু উমামা বাহেলী রাঃ)

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের নির্দশন হল মার্জিত কথা বলা ও অভুক্তকে খাদ্য দেয়া। (আহমদ-আমর ইবনে আবাসা রাঃ)

কবিরা গুনাহ

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবিরা গুনাহ হচ্ছে (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া (৩) কাউকে হত্যা করা (৪) মিথ্যা হলফ (শপথ) করা। (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত চারটি (১) আমানতের খিয়ানত করে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে (৪) কলহের সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে সে বানডাকা ছাগীর মতো, যে দুই ছাগপালের মধ্য থেকে একবার এ পালের দিকে আবার ঐ পালের দিকে দৌড়ায়। (মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা ব্যভিচার করে তখন ব্যভিচারের সময় তার ঈমান তার থেকে বের হয়ে যায়। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি তোমার

www.bjilibrary.com

পিতামাতার অবাধ্য হবে না যদিও তাঁরা তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদ ছেড়ে যেতে বলেন। (আহমাদ-মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ)

১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের অন্তরে যে খটকার উদয় হয় উহা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন যে পর্যন্ত না তাহা কার্যে পরিণত বা মুখে প্রকাশ করে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রসবকালে শিশুর চিৎকার শয়তানের খোচার কারণেই। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাফেরের জন্য তার কবরে নিরানব্বইটা সাপ নির্ধারণ করা হয় যা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকে। সাপগুলোর কোনো একটা সাপ যদি যমীনে নিঃশ্বাস ফেলতো তাহলে যমীনে কখনও সবুজ ঘাষ জন্মাত না। (দারেমী-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনে নিশ্চিত ইলম ব্যতীত মনগড়া কোন কথা বলেছে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নিল। (তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিথ্যাবাদী হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যা শুনবে (সত্যতা যাঁচাই না করে) তাই বলবে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি জেনে শুনে মিথ্যা আরোপ করেছে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরি করে নিল। (তিরমিযী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

www.bjilibrary.com

কুরআন সুন্নাহ আকড়ে ধর

২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে টানছি আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ? (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে রওয়ানা দিল সে জাহান্নামে যাবে। (তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ)

২৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মত বিগড়িয়ে যাবার কালে আমার সুন্নাতকে আকড়িয়ে ধরবে সে একশত শহীদের মর্যাদা পাবে। (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জামায়াত থেকে আধ হাত পরিমাণ দূরে সরে গেছে সে ইসলামের রশি আপন ঘাড় থেকে খুলে ফেলেছে। (আহমাদ, আবু দাউদ-আবু যার গিফারী রাঃ)

২৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত সে দুটি আকড়িয়ে ধরে থাকবে গোমরাহ হবে না- আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত। (মোওয়াত্তা-মালেক ইবনে আনাস রাঃ)

২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই কোন জাতি দ্বীনে কোন বিদআত সৃষ্টি করেছে তখনই তাদের মাঝে একটি সুন্নাত লোপ পেয়েছে। (আহমাদ-গোযাইফ ইবনুল হারেস সুমালী রাঃ)

২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন বিদয়াতীকে সম্মান দেখিয়েছে সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করেছে। (বায়হাকী-ইবরাহীম ইবনে মায়সারা রাঃ)

৩০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের কালাম (কথা) সমূহ একটা অপরটাকে রহিত (মানসুখ) করে, যেভাবে কুরআনের একটি বাণী অপর বাণীকে রহিত করে। (দারকুতনী-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

www.bjilibrary.com

ইলম

৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পক্ষ থেকে মানুষকে পৌছাতে থাক, যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়। (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৩২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন, আমি নিছক বন্টনকারী, আর দান করেন আল্লাহই। (বুখারী, মুসলিম-মুআবিয়া রাঃ)

৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ খনির ন্যায়। জাহেলিয়াতের যুগে যারা উত্তম ছিল তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যখন দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেন। (মুসলিম–আবু হুরায়রা রঃ.)

৩৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির হিংসা করা যায় (১) ধনবান ব্যক্তি হক প্রতিষ্ঠার জন্য যা খরচ করে, (২) জ্ঞানী ব্যক্তি যে জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৩৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সৎপথ প্রদর্শন করে তার জন্য তাকে উক্ত কার্য সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে। (মুসলিম-আবু মাসউদ আনসারী রাঃ)

(مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ – مسلم)

৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ, ফিরিশতাগণ, আসমান জমীনের অধিবাসীরা, গর্তের পিপীলিকা, এমন কি মাছ পর্যন্ত যে ব্যক্তি মানুষকে ইলম শিক্ষা দেয় তার জন্য দোয়া করে। (তিরমিযী-আবু উমামা বাহেলী রাঃ)

৩৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (আলেম) শয়তানের পক্ষে হাজার আবেদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষাও মারাত্মক। (তিরমিযী, ইবনে মাজা-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৩৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি স্বভাব

www.bjilibrary.com

মোনাফেকের মধ্যে একত্র হতে পারে না, নৈতিকতা ও দ্বীনী ইলম। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য বের হয়েছে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় আছে। (তিরমিযী, দারেমী-আনাস রাঃ)

৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম তলব করবে তার জন্য উহার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহের কাফফারা হয়ে যাবে। (তিরমিযী, দারেমী-সাখবারা আযদী রাঃ)

৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন কখনও ইলম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার পরিণাম জান্নাত হয়। (তিরমিযী-আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে উহা গোপন করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তর্ক করা বা জাহেলদের সাথে বাকবিতন্ডা করা বা নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করেছে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী-কাব ইবনে মালেক রাঃ)

৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন সামগ্রী লাভের জন্য উহা শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের কোন

www.bjilibrary.com

বিষয় নিয়ে বাদ প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরী। (আহমাদ, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমীর বা আমীরের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা অহংকারী ব্যতীত অপর কেহ ওয়াজ-বক্তৃতা করে না। (আবু দাউদ-আউফ ইবনে মালেক আসজায়ী রাঃ)

৪৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ-মুআবিয়া রাঃ)

৪৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ফারায়েজ (বন্টন নামা) ও কুরআন শিক্ষা করে নাও এবং লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাক। কেননা অতপর আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন সময় সমাগত প্রায় যখন মানুষ ইলমের সন্ধানে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে কিন্তু কোথাও মদীনার আলেমের অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ আলেম পাবে না। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা উম্মতের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দ্বীনকে তাজদীদ (পুনর্জীবিত) করবেন। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য দ্বীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদিস মুখস্থ করেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ফকীহরূপে উঠাবেন এবং আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। (বায়হাকী-আবু দারদা রাঃ)

৫২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করে না (১) ইলমের পিপাসু সে উহা হতে

www.bjilibrary.com

কখনও তৃপ্তি লাভ করে না (২) দুনিয়ার পিপাসু সেও দুনিয়ার ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি লাভ করে না। (বায়হাকী- আনাস ইবনে মালেক রাঃ)

৫৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভুলে যাওয়া হচ্ছে ইলমের আপদস্বরূপ। ইলমে নষ্ট করা হচ্ছে উহা গায়রে আহলকে (অনুপযুক্তকে) বলা। (দারেমী-আ'মাশ রাঃ)

ওজু

৫৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে উত্তম রূপে ওজু করে তার গুনাহসমূহ তার শরীর হতে বের হয়ে যায় এমনকি তার নখের নীচ হতেও বের হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম-ওসমান রাঃ)

৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনের অলংকার সে পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত তার ওজুর পানি পৌছবে। (মুসলিম -আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতের চাবি হল নামাজ। আর নামাজের চাবি হল তাহারাত (পাক হওয়া)। (আহমদ-জাবের রাঃ)

৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির নামাজ কবুল হবে না যার ওজু ভঙ্গ হয়েছে যাবত না সে ওজু করে। (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা বাঃ)

৫৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাহারাত ছাড়া নামাজ, হালাল মাল ছাড়া দান কবুল হয় না।(মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৫৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শব্দ বা গন্ধ ব্যতীত পুনঃ ওজু আবশ্যক নয়। (আহমাদ, তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৬০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পিছন দ্বারের ঢাকনা হল চক্ষুদ্বয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমাবে বে যেন ওজু করে। (আবু দাউদ-আলী রাঃ)

www.bjilibrary.com

৬১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ আপন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে তখন ওজু করবে। (মালেক, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ-বুসরা বিনতে সাফওয়ান রাঃ)

৬২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন (১) কেবলার দিকে মুখ করে পায়খানা পেশাব, (২) ডান হতে এস্তেঞ্জা (৩) এস্তেঞ্জার জন্য তিন ঢিলের কম নেয়া (৪) শুস্ক গোবর ও হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করা। (মুসলিম-সালমান ফারেসী রাঃ)

৬৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেহ ওজু করে সে যেন পানি দ্বারা নাক ঝাড়ে এবং বিজোড় এস্তেঞ্জা করে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মোজার উপর মাসাহ মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত, মুকিমের জন্য একদিন একরাত। (মুসলিম-শুরাইহ্ ইবনে হানী রাঃ)

৬৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মোজাদ্বয় মাসাহ করেছেন উপরের দিকে। (তিরমিযী, আবু দাউদ- মুগীরা রাঃ)

পেশাব-পায়খানা

৬৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে তখন যেন এরূপ স্থান সন্ধান করে যাতে শরীরে পেশাবের ছিটা না লাগে। (আবু দাউদ-আবু মুশা আসআরী রাঃ)

৬৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ডান হাত ছিল পবিত্র ও খাওয়ার জন্য এবং বাম হাত ছিল পায়খানা ও অপছন্দনীয় কাজের জন্য। (আবু দাউদ-আয়েশা রাঃ)

৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যেন গর্তে পেশাব না করে। (আবু দাউদ, নাসাই- আব্দুল্লাহ ইবনে সারজেস রাঃ)

www.bjilibrary.com

৬৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি কাজ অভিশাপ যোগ্য (১) পানির ঘাটে (২) চলাচলের পথে (৩) ছায়ায়-পায়খানা করা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-মুআজ ইবনে জাবাল রাঃ)

৭০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পেশাব করে ওজু করতেন তখন পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ-হাকাম ইবনে সুফিয়ান রাঃ)

৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে ওমর দাঁড়িয়ে পেশাব করো না, অতঃপর আমি আর দাঁড়িয়ে পেশাব করি নাই। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ -ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ)

মিশওয়াক

৭২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিশওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়। (আহমাদ, দায়েমী, নাসাই-আয়েশা রাঃ)

৭৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি কাজ নবীদের সুন্নাত (১) লজ্জা করা (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা (৩) মিশওয়াক করা (৪) বিবাহ করা। (তিরমিযী-আবু আইউব আনসারী রাঃ)

৭৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই জিব্রাইল (আঃ) আমার নিকট আসতেন তখনই আমাকে মিশওয়াক করার জন্য বলতেন। (আহমাদ-আবু উমামা বাহেলী রাঃ)

৭৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিশওয়াক করে নামাজের সওয়াব মিশওয়াক না করে নামাজের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। (বায়হাকী-আয়েশা রাঃ)

৭৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখনই নিদ্রা যেতেন রাত্রে কিংবা দিনে, অতঃপর জাগ্রত হতেন তখনই মিশওয়াক করতেন ওজু করার পূর্বেই। (আহমাদ, আবু দাউদ-আয়েশা রাঃ)

www.bjilibrary.com

গোসল

৭৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একমুদ (প্রায় এক সের) পানি দ্বারা ওজু করতেন এবং এক সা' (প্রায় পোনে তিন সের) পানি দ্বারা গোসল করতেন। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৭৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক কেশের নীচেই নাপাকী আছে। সুতরাং কেশ সমূহকে উত্তমরূপে ধুইবেও চামড়াকে ভাল করে পরিষ্কার করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর ওজু করতেন না। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ-আয়েশা রাঃ)

৮০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ জুমআর নামাজে যাবে তখন সে যেন গোসল করে। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৮১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমআর দিন প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব। (বুখারী, মুসলিম-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৮২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক সাতদিনের মাথায় একদিন গোসল প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আবশ্যক যাতে মাথা ও শরীর ধোয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবে সে যেন গোসল করে। (ইবেন মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে পরে সে উহাতে গোসল করে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৮৫. নবী করীম সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন, অথচ আমি (আয়েশা রাঃ) তখন হায়েজ গ্রস্থা। (বুখারী,মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৮৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদ হতে আমাকে মাদুরটি দাও। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হায়েজগ্রস্থ। তিনি বললেন তোমার হায়েজ তোমার হাতে নহে। (মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

নামাজ

৮৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাহ ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল নামাজ। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

৮৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার আসরের নামাজ ছুটে গলে যেন তার সমস্ত পরিবার ও সম্পদ লুট হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম-ইবনে ওমর রাঃ)

৮৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে আসরের নামাজ ত্যাগ করেছে তার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। (বুখারী-বুরায়দা রাঃ)

৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ শেষ করতেন, স্ত্রী লোকেরা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরত, অথচ অন্ধকার হেতু তাদের চেনা যেত না। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৯১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেউ নামাজ ভুলে যায়, বা না পড়ে ঘুমায় তার প্রতিকার হল যখনই মনে হবে তখনই পড়ে নিবে। (বুখারী, মুসলিম,-আনাস রাঃ)

৯২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাজের প্রথম সময় হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ এবং শেষ সময় হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমা (তিরমিযী-ইবনে ওমর রাঃ)

৯৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুইবার কোন নামাজকে উহার শেষ ওয়াক্তে পড়েন নাই। (তিরমিযী-আয়েশা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৯৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গরমের সময়ে যোহরের নামাজ বিলম্ব করে ঠান্ডা সময়ে পড়তেন। আর যখন ঠান্ডা পড়ত তখন আগে পড়তেন। (নাসায়ী-আনাস রাঃ)

৯৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফেকদের পক্ষে ফজর ও এশা অপেক্ষা কঠিন নামাজ নাই। যদি নামাজ দুটির মর্যাদা জানত তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাজ দ্বয়ের জন্য আসত। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে এশার নামাজ জামায়াতে অদায় করেছে সে যেন অর্ধ রাত্রি নামাজ পড়েছে। আর যে ফজরের নামাজ জামায়াতে পড়েছে সে যেন পূর্ণ রাত্রি নামাজ পড়েছে। (মুসলিম-ওসমান রাঃ)

৯৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের কেরাতে রাত্রের ও দিনের ফেরেশতাগণ হাজির হয়। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'ওসতা' (মধ্যবর্তী) নামাজ আসরের নামাজ। (তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৯৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের সময় যার নিকট দিয়ে যেতেন তাকে নামাজের জন্য ডাকতেন অথবা নিজ পা দ্বারা নেড়ে দিতেন। (আবু দাউদ-আবু বাকরা রাঃ)

১০০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেলালকে দুই কানে দুই আংগুল সংস্থাপন করতে বলে বললেন ইহা তোমার গলার স্বরকে উচ্চ করবে। (ইবনে মাজাহ-আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ রাঃ)

১০১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে সাত বছর আযান দিবে, তার জন্য দোযখের

www.bjilibrary.com

আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

১০২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও একামতের মধ্যকার দোয়া ফেরৎ দেয়া হয় না। (আবু দাউদ, তিরমিযী-আনাস রাঃ)

১০৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই সময়ের দোয়া ফেরৎ দেয়া হয় না- (১) আযানের সময় (২) জিহাদের সময় যখন কাটাকাটি আরম্ভ হয়। (রহমতের বৃষ্টির নীচেকার দোয়া কবুল হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে)। (আবু দাউদ-সাহল ইবনে সা'দ রাঃ)

১০৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সফরে যাবে তখন আযান ও একামত বলবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতী করে। (বুখারী-মালেক ইবনে হুয়াইরিস রাঃ)

১০৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের দুটি বিষয় মুয়াজ্জিনের ঘাড়ে ঝুলে রয়েছে (১) তাদের রোযা, (২) তাদের নামাজ। (ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

১০৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ করেন যে তিনজন মুসল্লী থাকলে আমাদের যে কোন একজন সামনে দাঁড়াবে। (তিরমিযী-সামোরা বিন জুনদুব রাঃ)

১০৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়লে, তাকে পুনরায় নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযী-হেলাল ইবেন ইয়াসাফ রাঃ)

১০৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত দুই রাকাতে যথাক্রমে সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস প ড়েছেন। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১০৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রুকু ও সিজদা

www.bjilibrary.com

ঠিকভাবে আদায় করবে। আল্লাহর কসম আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দেখি আমার পিছন হতেও। (বুখারী, মুসলিম -আনাস রাঃ)

১১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাজের তাকবীর দেয়ার সময় আংগুলগুলোকে ফাঁক করে বিস্তৃত করতেন। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

১১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সিজদাতেই বান্দাহ তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তখন খুব বেশী করে দোয়া করবে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাহর নামাযের প্রতি সুনজর করে না যে নামাজে রুকু ও সিজদায় পিট সোজা রাখে না। (আহমাদ-তালক ইবনে আলী হানাফী রাঃ)

১১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন যখন তাসাহুদ পড়তেন কিন্তু উহাকে নাড়তেন না। (আবু দাউদ,নাসাঈ-আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাঃ)

১১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যে জায়গায় ফরজ পড়েছে সে জায়গায় যেন অন্য নামাজ না পড়ে যাবৎ সরে না দাঁড়ায়। (আবু দাউদ- মুগীরা ইবনে শোবা রাঃ)

১১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইমামের সালামের উত্তর দিতে এবং একে অন্যকে ভালবাসতে ও সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ- সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ)

১১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে প্রত্যেক নামাজের পর মুয়াব্বাজাত (সুরা ফালাক ও নাস) পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। (আহমাদ,আবু দাউদ, নাসাঈ,বায়হাকী-উকবা ইবনে আমের রাঃ)

১১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি

www.bjilibrary.com

প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরশী পড়বে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে মউত ছাড়া আর কিছুই বাধা দিতে পারবে না। (বায়হাকী- আলী রাঃ)

১১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাজের মধ্যে এদিক ওদিক দেখা শয়তানের ছোঁ মারা, শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার নামাজের কিছু অংশ নিয়ে যায়। (বুখারী,মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

১১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা নামাজের মধ্যে দোয়ায় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠায় তারা হয় এ কাজ থেকে বিরত হবে, নয় তাদের চোখের জ্যোতি কেড়ে নেয়া হবে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাজের মধ্যে কারো হাই আসলে যথাসাধ্য চেপে রাখবে কেননা শয়তান তখন তার মুখে প্রবেশ করে। (মুসলিম-আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

১২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাজের মধ্যে সুবহানাল্লাহ বলা পুরুষের জন্য এবং হাতের উপর হাত মারা স্ত্রী লোকের জন্য। (বুখারী, মুসলিম-সাহল ইবনে সা'দ রাঃ)

মসজিদে নামাজ

১২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন মসজিদ ভিন্ন অপর কোন দিকে সওয়াবের আশায় সফর করা যায় না-(১) মসজিদে হারাম, (২) মসজিদে আকসা, (৩) আমার এই মসজিদ (নববী)। (বুখারী, মুসলিম-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

১২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মেম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান। আর আমার মেম্বার হচ্ছে আমার হাউজে কাউসারের উপর। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১২৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর

www.bjilibrary.com

নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান মসজিদ সমূহ, আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজারসমূহ। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১২৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (বুখারী, মুসলিম-ওসমান রাঃ)

১২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায পড়বে এবং উহাকে কবরে পরিণত করবে না। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে ওমর রাঃ)

১২৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি আলামত মানুষ পরস্পরে মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে। (আবু দাউদ, নাসাঈ,ইবনে মাজাহ-আনাস রাঃ)

১২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়। (আবু দাউদ,তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-বুরায়দাহ রাঃ)

১২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যে কাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসবে তাই হবে তার প্রাপ্য। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৩০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত জমিন সর্বত্রই মসজিদ । (আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

১৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পিয়াজ ও রসুনের দুর্গন্ধ খেয়ে আমাদের মসজিদের নিকটে আসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যদি তোমাদের উহা একান্ত খেতেই হয় তবে উহাকে পাকায়ে দুর্গন্ধ নষ্ট করে দিবে। (আবু দাউদ-মুয়াবিয়া ইবনে কুররা রাঃ)

১৩২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ সকল লোকের প্রতি যারা কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করে ও

www.bjilibrary.com

বাতি জ্বালায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

১৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারও ঘরের নামাজ এক নামাজের সমান (১) পাঞ্জেগানা মসজিদের নামাজ ২৫ নামাজের সমান (২) জুমআর মসজিদের নামাজ ৫০০ নামাজের সমান (৩) মসজিদে আকসার নামাজ ৫০ হাজার নামাজের সমান, (৪) মসজিদে নববীর নামাজ ৫০ হাজার নামাজের সমান, (৫) মসজিদুল হারামের নামাজ ১ লক্ষ নামাজের সমান। (ইবনে মাজাহ-আনাস ইবনে মালেক রাঃ)

নামাজের পোশাক

১৩৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উড়নী ছাড়া বালেগা স্ত্রী লোকের নামাজ কবুল হয় না। (আবু দাউদ, তিরমিযী-আয়েশা রাঃ)

১৩৫. আমি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে খালি পায়ে ও জুতা সহকারে নামাজ পড়তে দেখেছি। (আবু দাউদ-আমর ইবনে শুয়াইব রাঃ)

১৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন কাঠ বা গাছকে সামনে নাক বরাবর রাখেন নাই, ডান ভ্রু বা বাম ভ্রুর সম্মুখে রেখেছেন। (আবু দাউদ-মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাঃ)

১৩৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন কিছুই নামাজ নষ্ট করতে পারে না, তথাপি সম্মুখ দিয়ে গমনকারীকে সাধ্যানুযায়ী বাধা দিবে। নিশ্চয়ই উহা শয়তান। (আবু দাউদ-আবু সাঈদ রাঃ)

১৩৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাজের সামনে গমন করা অপেক্ষা একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৩৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি বারজন

www.bjilibrary.com

ফেরেশতাকে দেখেছি তাড়াহুড়া করতে কে কার আগে দুয়াটি (রব্বানা লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফিহে) নিয়ে যাবে। (মুসলিম-আনাস রাঃ)

১৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি ত্রিশের উপর ফেরেশতাকে দেখেছি তারা তাড়াহুড়া করছেন কার আগে কে উহা (রাব্বানা লাকাল হামদ...) লিখবে"। (বুখারী-রেফায়াত ইবনে রাফে রাঃ)

দরূদ ও দোয়া পাঠ

১৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে আমার প্রতি একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। (মুসিলম -আবু হুরায়রা রাঃ)

১৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে আমার উপর অধিক দরুদ পাঠ করবে। (তিরমিযী-ইবনে মাসউদ রাঃ)

১৪৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ বলেন তুমি আমাকে ভালবাসতে চাইলে প্রত্যেক নামাজের পর এ কথাগুলো বলতে ভুল না ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, তোমার কৃতজ্ঞতা ও তোমার উত্তম এবাদত করতে সাহায্য কর। (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ-মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ)

১৪৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আনাস যেখানে তুমি সিজদা দাও তোমার দৃষ্টিকে সেখানে নিবদ্ধ রাখবে। (বায়হাকী-আনাস রাঃ)

১৪৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাজের মধ্যে কখনও এদিক ওদিক দেখবে না। নামাজের মধ্যে এদিক

www.bjilibrary.com

ওদিক দেখা ধ্বংসের কারণ। একান্ত যদি দেখতেই হয় তবে নফলে, ফরজে নহে। (তিরমিযী-আনাস রাঃ)

১৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই কাল শত্রুকে নামাজের মধ্যেও মারতে পার সাপ ও বিচ্ছু। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৪৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ আপন নামাজে বাথ কর্ম করে, তখন সে যেন আপন নাক ধরে বের হয়ে যায়। (আবু দাউদ-আয়েশা রাঃ)

জামায়াতে নামাজ

১৪৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন একামত বলা হয়, তখন ফরজ ছাড়া আর কোন নামাজ নেই। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৪৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারও স্ত্রী মসজিদে উপস্থিত হতে অনুমতি চাহে, সে যেন তাকে বাধা না দেয়। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে ওমর রাঃ)

১৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদে উপস্থিত হতে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম। (আবু দাউদ- ইবনে ওমর রাঃ)

১৫১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি বা তদপেক্ষা বেশী সংখ্যক হলেই জামায়াত হয়। (ইবনে মাজাহ-মুশা আশআরী রাঃ)

১৫২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ছফ (লাইন) ঠিক করবে, ছফ ঠিক করা নামাজ প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

১৫৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদেব মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়। অতঃর যারা এদের নিকবর্তী। এরূপ তিনবার বললেন। 'সাবধান!

www.bjilibrary.com

মসজিদে বাজারের ন্যায় হৈ চৈ করা হতে বেঁচে থাকবে। (মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

১৫৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামকে মধ্যস্থলে রাখবে এবং পরস্পরের মধ্যকার ফাঁক পূরণ করবে। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ছফের পিছনে একা নামাজ পড়তে দেখলেন এবং তাঁকে পুনরায় নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ- ওয়াবেশা ইবনে মাবাদ রাঃ)

১৫৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তিনজন হবে তখন তোমাদের মধ্য হতে একজন যেন আগে বেড়ে যায়। (তিরমিযী-সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ)

১৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের আযান যেন তোমাদের উত্তম লোকগণই দেয় এবং তোমাদের ইমামত যেন তোমাদের কারী লোকগণই করে। (আবু দাউদ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

১৫৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাজে ইমামতী করার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ। (আবু দাউদ-আনাস রাঃ)

১৫৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিনা ওজুতে কেউ আযান দিবে না। যে আযান দিবে সেই প্রকৃত প্রস্তাবে একামত দিবে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৬০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ইমাম 'আমীন' বলবেন তখন তোমরাও 'আমীন' বলবে কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে উচ্চারিত হবে তার আগের সমস্ত (ছোট) গুনাহকে মাফ করা হবে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৬১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন

www.bjilibrary.com

তোমাদের কেউ নামাযে উপস্থিত হবে তখন ইমাম যে অবস্থায় যা করবে সেও যেন তাই করে। (তিরমিযী-আলী রাঃ)

১৬২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে তার মাথাকে আল্লাহ গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৬৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন তোমাদের আবাসে নামাজ পড়বে, অতঃপর জামায়াত হচ্ছে এরূপ মসজিদে উপস্থিত হবে, তখন তাদের সাথে নামাজ পড়বে। ইহা তোমাদের জন্য নফল হবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী-ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ রাঃ)

১৬৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি নামায পড়ে মসজিদে আসবে আর মসজিদে তখন নামাজ শুরু হবে, তুমিও লোকের সাথে নামাযে শরীক হয়ে যাবে যদিও তুমি (ঘরে) নামায পড়ে থাক। (মালেক, নাসায়ী-বুসর ইবনে মেহজান রাঃ)

১৬৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যদি জুমআর পর নামাজ পড়তে চায় সে যেন চারি রাকাত পড়ে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৬৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যোহরের পূর্বে চারি রাকাত নামায- যার মাঝখানে সালাম থাকবে না- উহার জন্য আসমানের দরজা সমূহ খোলা হয়ে থাকে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আবু আইউব আনসারী রাঃ)

১৬৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমআর সময় তোমাদের কেহ যখন তন্দ্রায় অভিভুত হয় তখন সে যেন নিজের সে স্থান থেকে সরে যায়। (তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

১৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত পেল, সে পূর্ণ নামাজই পেল। (বুখারী মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

রাতের নামাজ

১৬৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠে, তখন সে যেন দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা আরম্ভ করে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৭০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাজের কেরাআত কখনও বড় আওয়াজে কখনও ছোট আওয়াজে পড়তেন। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়ে তখন সে যেন আপন ডান পাশে ভর করে শুয়ে পড়ে। (তিরমিযী,আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৭২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করলে একটি গিরা, ওজু করলে দ্বিতীয় গিরা এবং নামাজে দাড়ালে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। ফলে সে সকালে প্রফুল্ল মনে পবিত্র অন্তরে উঠে। অন্যথায় কলুষিত অন্তরসহ অলস মন নিয়ে উঠে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৭৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নামাজের জন্য উঠে না, সারারাত শুয়ে প্রভাত করে দেয় সে এমন ব্যক্তি যার দুইকানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। (বুখারী মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

১৭৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাতে নামাজ পড়বে। ইহা পূর্বের নেক লোকদের নিয়ম, আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ অশ্লীলতা বাধা দানকারী। (তিরমিযী-আবু উমামা রাঃ)

১৭৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোক তারা যারা কুরআনের বাহক এবং রাত্রি জাগরণকারী। (বায়হাকী-ইবনে আববাস রাঃ)

www.bjilibrary.com

১৭৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট প্রিয়তর আমল তাই যা বরাবর করা হয়ে থাকে যদিও তা কম হয়। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

১৭৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়বে, মনে প্রফুল্লতা পর্যন্ত নামাজ পড়বে। যখন ক্লান্তি বোধ করবে তখন যেন বসে যায়। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

১৭৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে, যদি তাতে অসমর্থ হও বসে পড়বে। যদি তাতেও অসমর্থ হও তবে পার্শ্বের ওপর শুয়ে পড়বে। (বুখারী-ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ)

১৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের নামাজ জোড়া জোড়া। যখন তোমাদের কেউ ফজর হবার আশংকা করবে তখন এক রাকাত পড়ে নিবে এটাই পূর্ব পঠিত নামাজকে বিতির করে দিবে। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে উমর রাঃ)

১৮০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিতির এক রাকাত শেষ রাতে। (মুসলিম-ইবনে ওমর রাঃ)

১৮১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন বিতির নামজের সালাম ফিরতেন তখন বলতেন "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস" । (আবু দাউদ, নাসায়ী-উবাই ইবনে কাব রাঃ)

১৮২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এশার নামাজের আগে ঘুমানো এবং এশার নামাজের পর গল্প করা অপছন্দ করতেন। (তিরমিযী-আবু বারযা রাঃ)

ঈদ ও অন্যান্য নামাজ

১৮৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোজার ঈদে বের হতেন না যাবৎ না কয়েকটি খেজুর খেতেন। আর উহা তিনি বেজোড় খেতেন। (বুখারী-আনাস রাঃ)

www.bjilibrary.com

১৮৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে যাতায়াতে রাস্তা পরিবর্তন করতেন। (বুখারী-জাবের রাঃ)

১৮৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট পানি চাইলেন এবং হস্তদ্বয়ের পিঠ আসমানের দিকে রাখলেন। (মুসলিম-আনাস রাঃ)

১৮৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি দেখে বলতেন, 'আল্লাহুম্মা সাইয়েবান নাফেআন'- 'হে আল্লাহ প্রচুর ও উপকারী বৃষ্টি দাও।' (বুখারী-আয়েশা রাঃ)

১৮৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত সূর্য গ্রহণের নামাজ পড়লেন আট রুকু ও চার সিজদা দ্বারা (প্রতি রাকাতে চার রুকু ও দুই সিজদা)। (মুসলিম-আলী রাঃ)

১৮৮. একবার সূর্যগ্রহণের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুই দুই রাকাত নামাজ পড়তে থাকলেন, যাবৎ সূর্য না পরিষ্কার হয়ে এল। (আবু দাউদ-নোমান বিন বশীর রাঃ)

১৮৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সফরের নামাজ দুই রাকাত পড়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। (ইবনে মাজাহ-ইবনে ওমর রাঃ)

অসুস্থদের জন্য করণীয়

১৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর আর বন্দীকে মুক্ত কর। (বুখারী-আবু মুশা আশআরী রাঃ)

১৯১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যখন কোন রুগী মুসলমান ভাইকে দেখতে যায় তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে যাবৎ না সে প্রত্যাবর্তন করে। (মুসলিম-সাওবান রাঃ)

১৯২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তার পরিবারে কেউ রোগে আক্রান্ত হত তখন মুয়াববাজাত (সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতেন। (মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

www.bjilibrary.com

১৯৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার ভাল করতে চান তাকে বিপদগ্রস্থ করেন। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৯৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জ্বর আদম সন্তানের গোনাহসমূহ দূর করে যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

১৯৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সফর করে (ফলে স্বাভাবিক এবাদত করতে পারে না) তার জন্য তাই লেখা হয় যা সে সুস্থ অবস্থায় করত বা বাড়িতে করত। (বুখারী-আবু মুশা আশআরী রাঃ)

১৯৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহামারী প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে শাহাদাত স্বরূপ। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

১৯৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে উত্তমরূপে অজু করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তার কোন মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম হতে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে। (আবু দাউদ-আনাস রাঃ)

১৯৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন নর-নারীর বিপদ লেগেই থাকে, শরীরে, সম্পদে বা ছেলেমেয়ের ব্যাপারে-যাবৎ না সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে। তখন তার উপর গোনাহর কোন বোঝাই থাকে না। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৯৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুখী ব্যক্তিরা কিয়ামতে যখন দেখবে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদের নেকী দেয়া হচ্ছে তখন আক্ষেপ করবে আহা যদি তাদের চামড়া দুনিয়াতে কেঁচি দ্বারা কাটা হত। (তিরমিযী-জাবের রাঃ)

২০০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে তার পেটের রোগ হত্যা করেছে তাকে কববে শাস্তি দেয়া হবে না। (আহমাদ-তিরমিযী সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

২০১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেল সে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় সাঁতার কাটতে থাকল। যখন সে গিয়ে তথায় বসল তখন দরিয়ায় ডুব দিল। (আহমাদ, মালেক-জাবের রাঃ)

২০২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি কোন রোগীর নিকট যাবে, তোমার জন্য দোয়া করতে বলবে। কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার ন্যায়। (ইবনে মাজাহ-ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ)

২০৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরের মউত শাহাদাত مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ। (ইবনে মাজাহ- ইবনে আব্বাস রাঃ)

২০৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রুগ্ন অবস্থায় মৃত ব্যক্তি শহীদ। তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে। সকাল-সন্ধ্যা বেহেশতে রিজিক দেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

মৃত্যু

২০৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে না মরে। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

২০৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার সমস্ত সুখ-স্বাদ ধ্বংশকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি করে স্মরণ করবে। (তিরমিযী, নাসাযী, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

২০৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যু হল মুমিনের তোহফা (উপহার)। (বায়হাকী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

২০৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন মরে তার কপালের ঘামের সাথে। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ-বুরায়দা রাঃ)

www.bjilibrary.com

২০৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত্যু যাত্রী ব্যক্তিদিগকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দিবে। (মুসলিম-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

২১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট সূরা ইয়াসীন পড়বে। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-মাকেল ইবনে ইয়াসার রাঃ)

২১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। ইহাই তোমাদের কাপড় সমূহের মধ্যে উত্তম এব ং ইহা দ্বারাই তোমাদের মুর্দারের দাফন দিবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

২১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাফনে বেশি দামী কাপড় ব্যবহার করো না। কেননা তা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। (আবু দাউদ-আলী রাঃ)

২১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শহীদদের রক্তের সাথে তাদের পরিধেয় বস্ত্র দাফন করতে বলেছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

২১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা লাশ দেখবে দাঁড়িয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি উহার অনুসরণ করবে সে যেন উহা রাখার পূর্বে না বসে। (বুখারী, মুসলিম-আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

২১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বল না। কেননা তারা যা করেছে তার প্রতিফল তারা পেয়েছে। (বুখারী-আয়েশ রাঃ)

২১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানাযায় কতক লোককে আরোহীরূপে দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা কি লজ্জা বোধ কর না যে আল্লাহর ফেরেশতাগণ পায়ে হেটে চলছেন আর তোমরা পশুর পিঠে আরোহন করেছ। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-সাওবান রাঃ)

২১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাজে সূরা

www.bjilibrary.com

ফাতেহা পাঠ করেছেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

২১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভাল কাজ সমূহের উল্লেখ করবে এবং তাদের মন্দ কাজের উল্লেখ করা হতে বিরত থাকবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী-ইবনে ওমর রাঃ)

২১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইমামকে উপরে এবং মুক্তাদিগণকে নীচে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। (দারকুতনী-আবু মাসউদ আনসারী রাঃ)

২২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরে চুনকাম করতে, উহার উপর ঘর তুলতে এবং উহার উপর বসতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

২২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের উপর বসিও না এবং উহার দিকে ফিরে নামাজও পড়িও না। (মুসলিম-আবু মারসাদ গানাবী রাঃ)

২২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের উপর বসা অপেক্ষা অঙ্গারের উপরে বসা, অঙ্গারে তার বস্ত্রকে জ্বালিয়ে দেয়া এবং তা চর্ম পর্যন্ত ভেদ করা তার পক্ষে শ্রেয়তর। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরে চুনকাম করতে, উহার উপর লিখতে ও উহাকে পায়ে মাড়াতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী-জাবের রাঃ)

২২৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা তার জীবিতকালের হাড়ভাঙ্গার অনুরূপ। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আয়েশা রাঃ)

২২৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরে হেলান দিয়ে বসে

www.bjilibrary.com

থাকতে দেখে বলেন, কবরবাসীকে কষ্ট দিও না- তাকে কষ্ট দিও না। (আহমাদ-আমর ইবনে হাযম রাঃ)

২২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, কিয়ামতের দিন তাকে উঠানো হবে তার গায়ে আলকাতরার জামা ও ক্ষতের জামা পরানো অবস্থায়। (মুসলিম-আবু মালেক আশআরী রাঃ)

২২৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন প্রকৃত ধৈর্য তো বিপদের প্রথম সময়। (বুখারী মুসলিম-আনাস রাঃ)

২২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিলাপকারিনীকে ও শ্রবণকারীনীকে অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

২২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই সওয়াব লাভ করে থাকে। এমন কি সে আপন স্ত্রীর মুখে যে খাদ্য লোকমাটি দিয়ে থাকে তাতেও। (বায়হাকী-সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ)

২৩০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যখন জাফরের মৃত সংবাদ পৌঁছল তখন বললেন 'জাফরের পরিবারের জন্য খানা তৈরি কর। কেননা তাদের কাছে এমন সংবাদ পৌঁছেছে যা তাদেরকে খানা তৈরি থেকে বিরত রাখবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাঃ)

২৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে লাশের সাথে বিলাপকারিনী থাকে, সেই লাশের সাথে গমন করতে নিষেধ করেছেন। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে ওমর রাঃ)

২৩২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান, যদি তুমি বিপদের প্রথম সময় সবর কর ও সওয়াবের আশা রাখ তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন প্রতিদানে সন্তুষ্ট হব না। (ইবনে মাজাহ-আবু উমামা বাহেলী রাঃ)

২৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন

www.bjilibrary.com

তোমাদের কারও জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তখন সে যেন ইন্নালিল্লাহ পড়ে। কেননা ইহাও বিপদের অন্তর্গত। (মিশকাত- আবু হুরায়রা রাঃ)

২৩৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি জুমাবারে বাপ-মায়ের (অথবা একজনের) কবর জিয়ারত করবে তাকে মাফ করে দেয়া হবে এবং মা বাপের সাথে সদ্ব্যবহারকারী বলে লেখা হবে। (বায়হাকী-মোহাম্মদ ইবনে নোমান রাঃ)

২৩৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম-এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কেননা উহা দুনিয়ার আসক্তি কমায় এবং আখেরাতকে স্মরণ করায়। (ইবনে মাজাহ-ইবনে মাসউদ রাঃ)

২৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাহর মৃত্যু কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবধারিত করেন, তখন সে স্থানে যাবার জন্য তার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। (আহমাদ, তিরমিযী- মাতার ইবনে উকামেস রাঃ)

শ্রমিক

২৩৭. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার মুজুরী (পাওনা) দিয়ে দাও। (ইবনে মাজা- ইবনে উমর রাঃ)

২৩৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিজের হাতে অর্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেয়ে জীবন যাপন করতেন। (বুখারী-মেকদাম রাঃ)

২৩৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই। আল্লাহই তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সে যা খায় তা তাকে খাওয়াবে সে যা পরে তা তাকে পরাবে। সাধ্যের বেশী কোন কাজের বোঝা তার উপর চাপাবে না। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

২৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অধীনস্থদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (ইবনে মাজা-আবু বকর রাঃ)

২৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ তার অধীনস্থকে অন্যায় ভাবে দোররা মারলে ও কিয়ামতের দিন তার থেকে এর বদলা নেয়া হবে (তাবরানী-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি গুনাহগার হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যার রিজিকের (অধীনস্থ শ্রমিক চাকর এর খাদ্য বা বেতন) দায়িত্বশীল তার রিজিক নষ্ট করে। (আবু দাউদ- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

যাকাত

২৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের নিকট যাকাত উসুলকারী আসবে তখন সে যেন তোমাদের কাছ থেকে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (মুসিলম-জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী রাঃ)

২৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি একটি সুচ অথবা তার চেয়েও ছোট কিছু গোপন করে নিশ্চয় উহা আমানতের খিয়ানত হবে যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। (মুসলিম-আদী ইবনে আমীরাহ রাঃ)

২৪৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ন্যায় নিষ্ঠার সাথে যাকাত উসুলকারী কর্মী বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজীর ন্যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী-রাফে ইবনে খাদীজ রাঃ)

২৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত উসুলে সীমালঙ্ঘনকারী যাকাতে বাধা দানকারীর সমতুল্য। (আবু দাউদ, তিরমিযী-আনাস রাঃ)

২৪৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ দিতেন

www.bjilibrary.com

আমরা যা বিক্রির জন্য প্রস্তুত রাখি তার যেন যাকাত দান করি। (আবু দাউদ-সামুরা বিন জুনদুব রাঃ)

২৪৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মালে যাকাত মিশবে নিশ্চয় উহাকে ধ্বংস করে দিবে। (শাফেয়ী -বুখারী-আয়েশা রাঃ)

২৪৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন রোযাকে অনর্থক কথা, অশ্লীল ব্যবহার হতে পবিত্র করার এবং গরীবদের খাবারের জন্য। (আবু দাউদ -ইবনে আব্বাস রাঃ)

আল্লাহর পথে খরচ

২৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া কবুল করতেন এবং হাদিয়ার প্রতিদান দিতেন। (বুখারী -আয়েশা রাঃ)

২৫১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নিজের মাল বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে সে নিশ্চয় আগুন ভিক্ষা করে। চাই সে ভিক্ষা কম করুক বা বেশি করুক। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৫২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ মানুষের কাছে সর্বদা ভিক্ষা করতে থাকবে। পরিণামে কিয়ামতের দিন এসে যাবে তখন তার মুখমন্ডলে গোশত থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

২৫৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে আমার নিকট অঙ্গীকার করতে পারে যে সে মানুষের নিকট কিছু চাইবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার করতে পারি। (আবু দাউদ, নাসায়ী-সাওবান রাঃ)

২৫৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাড়াতাড়ি দান কর। কেননা তোমাদের প্রতি এমন সময় আসবে যে সময় মানুষ আপন দান নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু দান গ্রহণ করার মতো কাউকেও পাবে না। (বুখারী, মুসলিম-হারেসা ইবনে ওহব রাঃ)

www.bjilibrary.com

২৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সুস্থ থাক, সম্পদের প্রতি লোভ থাকে, দারিদ্রের ভয় কর, ধনী হবার আশা কর তখনকার দান সওয়াবের দিক দিয়ে বড়। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৫৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি স্বভাব মোমিনের মধ্যে একত্র হতে পারে না- কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার। (তিরমিযী-আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

২৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, কৃপণ ও যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়। (তিরমিযী-আবু বকর সিদ্দীক রাঃ)

২৫৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মৃত্যুকালে দান করে তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে পেট ভরে খাবার পর অতিরিক্তটুকু হাদিয়া দেয়। (আহমাদ, নাসায়ী, দারেমী, তিরমিযী-আবু দারদা রাঃ)

২৫৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আসমানে মেঘের মধ্যে যার নাম উচ্চারিত হয়েছিল তিনি বলেন, আমার ফসলকে তিন ভাগ করি, একভাগ দান করি, একভাগ আমিও আমার পরিবার খাই এবং অপরভাগ জমিতে লাগাই। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৬০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বাপেক্ষা মন্দ স্তরের ব্যক্তি সে যার নিকট আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয় আর সে তার নামে কিছু দেয় না। (আহমাদ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

২৬১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ। দানশীল ব্যক্তি একটি শাখা ধরে যে শাখাটি তাকে জান্নাতে না পৌঁছিয়ে ছাড়ে না। কৃপণতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। কৃপণ ব্যক্তি একটি শাখা ধরে যা তাকে জাহান্নামে না পৌঁছিয়ে ছাড়ে না। (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

২৬২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ী করবে। কেন না বিপদাপদ উহাকে অতিক্রম করতে পারে না। (রযীন-আলী রাঃ)

২৬৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দান সম্পদ কমায় না। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৬৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন জিনিষের এক জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৬৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপন অথবা শস্য বপন করবে অতঃপর তা হতে মানুষ, পশুপাখী যা কিছু খাবে নিশ্চয় তা তার জন্য দান হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

২৬৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাস্তায় পতিত একটি ডাল মুসলমানদের কষ্ট দিবে মনে করে এক ব্যক্তি তা সরিয়ে ফেলল। ফলে তাকে জান্নাত দেয়া হল। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৬৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে গাছের কারণে জান্নাতে বেড়াতে দেখেছি। সে গাছটিকে কেটে রাস্তার উপর থেকে সরিয়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিত। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি উপকৃত হতে চাও, তবে তুমি মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিষ দূর করে দাও। (মুসলিম-আবু বারযা আসলামী রাঃ)

২৬৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোক সকল! বেশি করে সালাম দাও, ক্ষুধার্তকে খেতে দাও, আত্মীয়তা রক্ষা কর, রাতে নামায পড় লোক যখন ঘুমায়, এবং নিরাপদে

www.bjilibrary.com

জান্নাতে প্রবেশ কর।

يَا اَيُّهَا النَّاسُ! اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِالَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - (ترمذى ، ابن ماجه)

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

২৭০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দান আল্লাহ তায়ালার রাগ প্রশমিত করে ও মন্দ মৃত্যু রোধ করে। (তিরমিযী-আনাস রাঃ)

২৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (১) হাসিমুখে কথা বলা (২) সৎকাজের উপদেশ দেয়া (৩) অসৎকাজে নিষেধ করা (৪) পথহারাকে পথ দেখা, (৫) অন্ধকে সাহায্য করা, (৬) পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরানো, (৭) নিজ বালতি থেকে পরের বালতি ভরে দেয়া-সবগুলিই এক একটি দান। (তিরমিযী-আবু যর গিফারী রাঃ)

২৭২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পতিত জমি কৃষি উপযোগী করা সওয়াব এবং তা থেকে কোন প্রাণী কিছু খেলে তার পক্ষে তা হবে দান। (দারেমী-জাবের রাঃ)

২৭৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোহা, আগুন, পানি ও হাওয়া চেয়েও বেশি শক্তিশালী যে আপন ডান হাতে দান করে আর বাম হাতেও তা জানে না। (তিরমিযী-আনাস রাঃ)

২৭৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান। (আহমাদ-মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ)

২৭৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম দান হল স্বচ্ছলতার সাথে দেয়া আর তুমি তোমার পোষ্যদের দিয়ে দান শুরু করবে। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

২৭৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান সওয়াবের আশায় আপন পরিবারের প্রতি কোন খরচ করলে তার পক্ষে তা দানস্বরূপ হয়। (বুখারী, মুসলিম-আবু মাসউদ আনসারী রাঃ)

২৭৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শ্রেষ্ঠ দীনার তিনটি (১) পরিবারের খরচের জন্য দীনার (২) জিহাদের যানবাহনের জন্য দীনার (৩) জিহাদী সহচরদের খরচের জন্য দীনার। (মুসলিম-সাওবান রাঃ)

২৭৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা দান কর যদিও তোমাদের গহনা হতে হয়।

تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ . (মুসলিম-যয়নব রাঃ)

২৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার ঘরের দরজা তোমার অধিক নিকটে তাকেই প্রথমে দাও। (বুখারী-আয়েশা রাঃ)

২৮০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি শুরুয়া পাক করবে তখন উহাতে বেশি পানি দিবে এবং তা দ্বারা তুমি তোমার প্রতিবেশীদের দান করবে। (মুসলিম-আবু যর রাঃ)

২৮১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গরীবের কষ্টের দান শ্রেষ্ঠ দান। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৮২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গরীবের প্রতি দান করা হল শুধু দান। আর আত্মীয়দের প্রতি দান করা হল দান ও আত্মীয়তা রক্ষা উভয়ই। (আহমাদ, তিরমিযী-সুলাইমান বিন আমের রাঃ)

২৮৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া যায় না জান্নাত ব্যতীত। (আবু দাউদ-জাবের রাঃ)

২৮৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ভুখা

www.bjilibrary.com

প্রাণকে আসুদা করাই (পূর্ণ-তৃপ্তির খানা) হল শ্রেষ্ঠ দান। (বায়হাকী-আনাস রাঃ)

২৮৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন স্ত্রী স্বামীর উপার্জন হতে তার অনুমতি ছাড়া দান করে তখন তার সওয়াব হয় স্বামীর অর্ধেক। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৮৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পিতা বা স্বামীর সহজে পচনশীল মাল মহিলারা খেতেও পারে, অপরকে দানও করতে পারে। (আবু দাউদ-সা'দ রাঃ)

রোজা

২৮৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে সকল কয়েদীকে মুক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে দান করতেন। (মিশকাত-ইবনে আব্বাস রাঃ)

২৮৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতকে মাফ করা হয় রমজানের শেষ রাতে। কারণ কর্মচারীর বেতন দেয়া হয় যখন সে কর্ম শেষ করে। (আহমাদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৮৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চাঁদ দেখে রোজা রাখ, চাঁদ দেখে রোজা ভাংগো। যদি মেঘের কারণে চাঁদ গোপন থাকে তবে শাবান মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদের দুই মাস রমজান ও জিলহজ্ব প্রায়ই কম হয় না (একই সাথে একই বছরে)। (বুখারী, মুসলিম-আবু বাকরা রাঃ)

২৯১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমজান ঠিক করার জন্য তোমরা শাবানের চাঁদের হিসাব করবে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৯২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সন্দেহের দিন রোজা রাখবে না। (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী-আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাঃ)

www.bjilibrary.com

২৯৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সেহরী খাবে, সেহরীতে বরকত আছে। (বুখারী,মুসলিম-আনাস রাঃ)

২৯৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের রোজা ও ইহুদী খৃষ্টানের রোজার মধ্যে পার্থক্য হল সেহরী খাওয়া। (মুসলিম-আমর ইবনুল আস রাঃ)

২৯৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে যতকাল তারা ইফতারী শীঘ্র শীঘ্র করবে। (বুখারী, মুসলিম-সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাঃ)

২৯৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ফজর হবার পূর্বে রোজা রাখার নিয়ত (মনস্থ) করে নাই তার রোজা হয় নাই। (তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ-হাফসা রাঃ)

২৯৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ আযান শুনে আর খাবার প্লেট তার হাতে থাকে, সে যেন তা রেখে না দেয় যাবৎ না তা হতে আপন আবশ্যক পূর্ণ করে। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

২৯৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। যদি খেজুর না পায় তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কারণ উহা হল পবিত্রকারী। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ-সালমান ইবনে আমের রাঃ)

২৯৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোন গাজীকে জিহাদের সামগ্রী দান করেছে, তার জন্যও তার অনুরূপ সওয়াব রয়েছে। (বায়হাকী-যায়দ ইবনে খালেদ রাঃ)

৩০০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইফতার এর সময় বলতেন "আল্লাহুম্মা লাকা সুমতো অআলা রিজকেকা আফতারতু"-আমি তোমারই জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই

www.bjilibrary.com

দেয়া রিজিক দ্বারা ইফতার করছি। (আবু দাউদ-মুআয ইবনে যুহরা রাঃ)

৩০১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দ্বীন জয়ী থাকবে যতকাল লোক শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা ইহুদী ও নাসারাগণ ইফতার করে দেরীতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩০২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনদের উত্তম সেহরী হল খেজুর। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩০৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচার আচরন ছাড়ে নাই তার খানাপিনা ছেড়ে দেয়াতে আল্লাহর কোন কাজ নেই। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩০৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রোজা অবস্থায় ভুলে খানা পিনা করেছে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে খানাপিনা করিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩০৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোজা অবস্থায় যার বমি হয়েছে তাকে কাজা করতে হবে না। আর যে ইচ্ছা করে বমি করেছে সে যেন উহা কাজা করে। (তিরমিযী, আবু দাউদ- আবু হুরায়রা রাঃ)

৩০৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে রোযা অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আমের ইবনে রবীয়া রাঃ)

৩০৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওজর ও রোগ ব্যতীত যে রোজা ভেঙ্গেছে-সারা জীবনের রোজা দিয়েও তা পূরণ হবে না। (তিরমিযী,আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩০৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কত রোজাদার এরুপ আছে যার রোজা দ্বারা পিপাসা ব্যতীত কিছুই লাভ

www.bjilibrary.com

হয় না। কত রাতের নামাজী আছে যাদের রাত্রিতে উঠা দ্বারা জাগরণ ছাড়া কিছুই হয় না। (দারেমী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩০৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন জিনিষ রোজা নষ্ট করে না (১) শিঙ্গা, (২)বমি ও (৩) স্বপ্নদোষ। (তিরমিযী-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৩১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন শাবান মাস অর্ধেক হয়ে যায় তোমরা তখন আর নফল রোজা রেখ না। (আবু দাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩১১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরে চাইলে রোযা রাখতে পার, চাইলে নাও রাখতে পার। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৩১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার সাথে আরামদায়ক বাহন আছে যাকে আরামের সাথে ঘরে পৌঁছিয়ে দিবে সে যেন রোযা রাখে যেখানেই সে রোজা পায়। (আবু দাউদ-সালমান ইবনে মুহাব্বাক রাঃ)

৩১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা বৈধ নয়। তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়াও বৈধ নয়। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমজানের পর আল্লাহর মাস মহররমের রোজাই হল শ্রেষ্ঠ রোজা এবং ফরজ নামাজের পর রাতের নামাজই হল শ্রেষ্ঠ নামাজ। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রমজানের রোজা রেখেছে এবং পরে শাওয়াল মাসে ছয়দিন, ইহা তার পূর্ণ বছরের রোজার সমান হবে। (মুসলিম-আবু আইউব আনসারী রাঃ)

৩১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোজার ঈদের

www.bjilibrary.com

দিনে ও কুরবানীর ঈদের দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৩১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যেন শুধু শুক্রবারে রোজা না রাখে, উহার পূর্বে অথবা পরে রোযা রাখা ব্যতীত। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবু যর! যখন তুমি মাসের তিন দিন রোজা রাখবে তখন উহার ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রাখবে। (তিরমিযী, নাসায়ী-আবু যর রাঃ)

৩১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে আল্লাহর রাস্তায় এক দিন রোজা রাখে তার ও জাহান্নামের মধ্যে একটি পরিখা সৃষ্টি করেন যা আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। (তিরমিযী-আবু উমামা রাঃ)

৩২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শীতকালের রোযা একটি বিনাকষ্টের নিয়ামত। (তিরমিযী, আহমাদ-আমের ইবনে মাসউদ রাঃ)

৩২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিষের যাকাত আছে এবং শরীরের যাকাত হল রোজা। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

কদরের রাত ও এতেকাফ

৩২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শবে কদর তালাস করবে রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে। (বুখারী-আয়েশা রাঃ)

৩২৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে এবাদতে অধিক পরিশ্রম করতেন যা অন্য সময় করতেন না। (মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৩২৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে এবাদতের জন্য কোমর বেঁধে ফেলতেন। সারা রাত্রি নিজে জাগতেন ও পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৩২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কদরের রাত্রিতে বেশি বেশি বলবে "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন, তুহিববুল আফওয়া ফা'ফো আন্নি-" হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমাকে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, আহমদ-আয়েশা রাঃ)

৩২৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এতেকাফ অবস্থায় হাঁটতে এদিক ওদিক না যেয়েও না দাঁড়িয়ে রুগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আয়েশা রাঃ)

৩২৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন এতেকাফ করতেন, তার জন্য মসজিদে বিছানা পাতা হত, তথায় তার খাটিয়া স্থাপন করা হত উস্তওয়ানায়ে তওবা বা অনুতাপের খুটির পিছনে। (ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

কুরআন তেলাওয়াত

৩২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে কুরআন শিক্ষা করে ও উহা শিক্ষা দেয়। (বুখারী-ওসমান রাঃ)

৩৩০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং কোন জাতিকে অবনত করেন। (মুসলিম-ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ)

৩৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘর সমূহকে গোরস্থানে পরিণত কর না, সেখানে কুরআন পড়িও। যে ঘরে সুরা বাকারা পড়া হয় শয়তান সে ঘর হতে পালায়। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৩৩২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে সুরা বাকারার শেষ দু আয়াত পড়বে তার জন্য উহা যথেষ্ট হবে। (বুখারী, মুসলিম-আবু মাসউদ আনসারী রাঃ)

৩৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম-আবু দারদা রাঃ)

৩৩৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাত্রে শোয়ার সময় দুই হাতের তালু একত্র করতেন উহাতে কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউজুবেরব্বিল ফালাক, ও কুল আউজুবেরব্বিন্নাস' পড়ে ফু দিতেন, হাত দ্বারা সম্ভবপর জায়গা মুছে দিতেন। আরম্ভ করতেন মাথা-চেহারার সম্মুখভাগ হতে। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৩৩৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে পেটে কুরআনের কিছু নেই, তা খালি ঘর তূল্য। (তিরমিযী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৩৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, কুরআন পড়ার কারণে যে ব্যক্তি যিক্‌র ও প্রার্থনা করার সময় পায় না আমি (আল্লাহ) তাকে প্রার্থানাকারীর চেয়েও বেশি দান করব। (তিরমিযী-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৩৩৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন যদি চামড়ায় রাখা হয় অতঃপর উহাকে আগুনে ঢালা হয়, উহা পোড়া যাবে না। (দারেমী-ওকবা ইবনে আমের রাঃ)

৩৩৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিষের একটি কলুব আছে। সুরা ইয়াসীন কুরআনের কলব। যে উহা একবার পড়বে আল্লাহ তার জন্য দশবার কুরআন পড়ার সওয়াব নির্ধারন করবেন। (তিরমিযী, দারেমী-আনাস রাঃ)

৩৩৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সুরা (সুরা মুলক) আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য

www.bjilibrary.com

সুপারিশ করেছে। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সুরাটি হচ্ছে তাবারা কাল্লাজি বেইয়াদিহীল মুলক। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুরা ইযা যুলযিলাত কুরআনের অর্ধেকের সমান, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন এক-চর্তুথাংশের সমান। (তিরমিযী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৩৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুরা ফাতিহায় সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। (দারেমী, বায়হাকী-আব্দুল মালেক ইবনে ওমায়র রাঃ)

৩৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, নিশ্চয় কুরআন রশিতে বাধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়ন পর। (বুখারী, মুসলিম-আবু মুশা আশ আরী রাঃ)

৩৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন পড়, যতক্ষণ তোমার মন উহা সাগ্রহে চাহে। আর যখন মনের ভাব অন্যরূপ দেখ উহা ছেড়ে উঠে যাও। (বুখারী, মুসলিম-জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ)

৩৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে আমাদের দলের নহে যে মধুর সুর করে কুরআন পড়ে না। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৪৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করবে না। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে ওমর রাঃ)

৩৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে সে কুরআন বুঝে নাই। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

www.bjilibrary.com

৩৪৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকাশ করে কুরআন পাঠক প্রকাশ্যে দানকারীর ন্যায়। আর চুপ করে কুরআন পাঠক চুপ করে দানকারীর ন্যায়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী-ওকবা ইবনে আমের রাঃ)

৩৪৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কুরআন পড়ে মানুষের নিকট খাবার চাইবে কিয়ামতে তার চেহারায় হাড় থাকবে গোশত থাকবে না। (বায়হাকী-বুরায়দা আসলামী রাঃ)

দোয়া

৩৪৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বদ দোয়া কর না (১) নিজেদের জন্য, (২) নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য (৩) নিজেদের মালের জন্য। বলা যায় না এমন সময় দোয়া করা হল যে দোয়া কবুল হয়ে গেল। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

৩৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোয়া ছাড়া অন্যকিছু তকদীরকে ফিরাতে পারে না। নেকী ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারে না। (তিরমিযী-সালমান ফারসী রাঃ)

৩৫১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর রাগ করেন। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৫২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভালবাসে যে দুঃখের সময় আল্লাহ দোয়া শুনবেন, সে যেন সুখের সময় অধিক হারে দোয়া করে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৫৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তোমাদের হাতের পেট দ্বারা, তার পিঠ দ্বারা করবে না। অতঃপর যখন দোয়া শেষ করবে তখন হাত দ্বারা তোমাদের চেহারা মুছবে। (আবু দাউদ-মালেক ইবনে ইয়াসার রাঃ)

৩৫৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দোয়াতে হাত উঠাতেন

www.bjilibrary.com

এবং আপন মুখমন্ডল মাছেহ করা ছাড়া হাত নামাতেন না। (তিরমিযী-ওমর রাঃ)

৩৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অনুপস্থিতের জন্য অনুপস্থিতের (পরের জন্য পরের) দোয়াই তাড়াতাড়ী কবুল হয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৩৫৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরৎ দেয়া হয় নাঃ-

(১) রোযাদারের দোয়া যখন সে ইফতার করে,

(২) ন্যায় বিচারক শাসকের দোয়া,

(৩) মজলুমের (অত্যাচারিত ব্যক্তির) দোয়া। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি দোয়া কবুল হয়-ইহাতে কোন সন্দেহ নেইঃ-(১) পিতার দোয়া, (২) মুসাফিরের দোয়া, (৩) মজলুমের দোয়া। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৫৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোয়াতে আপন হাত উঠাতেন। এমন কি তার বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখা যেত। (বায়হাকী-আনাস রাঃ)

৩৫৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আপন আঙ্গুলী কাধ বরাবর করে দোয়া করতেন। (বায়হাকী-সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাঃ)

৩৬০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন তখন হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ করতেন। (বায়হাকী-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

আল্লাহর স্মরণ-যিকর

৩৬১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রবের কথা স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না তার উদাহরণ যথাক্রমে জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বুখারী, মুসলিম-আবু মুশা আশ আরী রাঃ)

৩৬২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দল আল্লাহর স্মরণ ছাড়া মজলিশ থেকে উঠে গেল তারা নিশ্চয়া মরা গাধা খেয়ে গেল। সে মজলিশ তার জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৬৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার পক্ষে ক্ষতিকর, কল্যাণকর নহে। সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ ও আল্লাহর যিকির ব্যতীত। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-উম্মে হাবীবা রাঃ)

৩৬৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত বেশী কথা বল না-কারণ এটাই দিল শক্ত হবার কারণ। আর শক্ত দিলের লোকই হচ্ছে আল্লাহ থেকে সবচেয়ে দূরে। (তিরমিযী-ইবনে ওমর রাঃ)

৩৬৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরের সাথে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ)

৩৬৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মানবদল যিকির করতে বসে নিশ্চয় আল্লাহর ফেরেশতাগন তাদের ঘিরে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর প্রশান্তি (সাকিনা) বর্ষিত হয়। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৬৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ, আলহামদোলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহু আকবার বলা পৃথিবী অপেক্ষাও আমার নিকট প্রিয়তর। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৩৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে 'সুবহানাল্লাহি অবেহামদেহী' কিয়ামতের দিন তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৬৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি বাক্য, বলতে সহজ পাল্লাতে ভারী ও আল্লাহর নিকট প্রিয় 'সুবহানাল্লাহি অ বেহামদেহী সুবহানাল্লাহিল আজীম। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৭০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শ্রেষ্ঠ যিকির হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং শ্রেষ্ঠ দোয়া হল 'আলহামদোলিল্লাহ। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-জাবের রাঃ)

৩৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' হল নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ যাদের সহজটা হল চিন্তা। (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

তওবা-ইসতিগফার

৩৭২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ও তওবা করি। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৭৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার অন্তরে মরিচা পড়ে আর (তা মাফ করার জন্য) আমি দৈনিক একশত বার আসতাগফিরুল্লাহ বলি। (মুসলিম- আগার মুযানী রাঃ)

৩৭৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মানব মন্ডলী, আল্লাহর নিকট তওবা কর আমিও তার নিকট দৈনিক একশত বার তওবা করি। (মুসলিম-আগাব মুখানী রাঃ)

৩৭৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন বান্দাহ গুনাহ স্বীকার করে এবং মাফ চায়, আল্লাহ উহা কবুল করেন। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৩৭৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি

www.bjilibrary.com

পশ্চিম দিকে সূর্য উঠার পূর্বে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৭৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সর্বদা ক্ষমা চায় আল্লাহ তাকে সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন, চিন্তা হতে মুক্তি দেন, রিজিকও দেন যেখান হতে সে কখনও ভাবে নাই। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৩৭৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী, আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আনাস রাঃ)

৩৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাহর দোয়া কবুল করেন যাবৎ না তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ- ইবনে ওমর রাঃ)

৩৮০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হিজরত বন্ধ হবে যখন তওবার দরজা বন্ধ হবে। আর তওবা বন্ধ হবে না যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে না ওঠে। (আহমাদ, আবু দাউদ-মুআবিয়া রাঃ)

৩৮১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আনন্দ তার জন্য যার আমলনামায় বেশী এস্তেগফার পাওয়া যাবে। (ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ)

৩৮২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্গত কর যারা যখন ভাল কাজ করে খুশি হয়, যখন মন্দ কাজ করে তখন ক্ষমা চায়। (ইবনে মাজাহ-আয়েশা রাঃ)

৩৮৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোনাহ থেকে তওবাকারী তার ন্যায় যার কোন গুনাহ নেই। (ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

৩৮৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাত তোমাদের কারও জন্য জুতার ফিতা অপেক্ষা অধিক নিকটে, জাহান্নামও তাই। (বুখারী-ইবনে মাসউদ রাঃ)

৩৮৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ একটি লিপি লিখলেন যা আরশের উপর আছে 'আমার দয়া আমার ক্রোধ অতিক্রম করেছে।' (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৮৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কর্ম জান্নাতেও পৌঁছাতে পারবে না, আবার জাহান্নাম থেকেও বাঁচাতে পারবে না-আল্লাহর রহমত ছাড়া। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

৩৮৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর ফজল চাইবে যখন মোরগের আওয়াজ শুনবে কারণ সে ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার চিৎকার শুনলে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইবে কারণ সে শয়তান দেখেছে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৮৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন বান্দাহ বলবে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَجَلَاءَ هَمِّىْ وَغَمِّىْ

হে আল্লাহ কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল স্বরূপ বানাও এবং চিন্তা ভাবনা দূরীকরণের কারণ স্বরুপ কর" তখন আল্লাহ চিন্তা দূর করে দিবেন ও নিশ্চিন্ততা দিবেন। (রাযীন-ইবনে মাসউদ রাঃ)

৩৮৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে তিনবার আল্লাহর নিকট জান্নাত চায়, জান্নাত বলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল কর। আর যে তিনবার জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়, জাহান্নাম বলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ কর। (তিরমিযী, নাসায়ী-আনাস রাঃ)

www.bjilibrary.com

হজ্জ

৩৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবুল করা হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়। (বুখারী মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৯১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমজান মাসের উমরা হজ্জের সমান। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৩৯২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলাদের জিহাদ হল হজ্জ। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৩৯৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক যেন একদিন একরাতের পথ ভ্রমণ না করে মাহরামের সাথ ব্যতীত। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৯৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ পৌঁছার পথ খরচের মালিক হয়েছে অথচ হজ্জ করে নাই সে ইহুদী নাসারা হয়ে মরুক তাতে কিছু আসে যায় না। (তিরমিযী-আলী রাঃ)

৩৯৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের এরাদা করেছে সে যেন তাড়াতাড়ি করে। (আবু দাউদ, দারেমী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৩৯৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর যাত্রী হল তিন ব্যক্তি গাজী, হাজী ও ওমরাকারী। (নাসায়ী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৯৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নিয়তে বের হয়েছে অতঃপর ঐ পথে মারা গেছে তার জন্য হাজী, উমরাকারী ও গাজীর সওয়াব লেখা হবে। (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৩৯৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলমান তালবিয়া বলে তার সাথে ডানে, বামে পূর্ব পশ্চিমের সীমা পর্যন্ত

www.bjilibrary.com

পাথর গাছ, মাটির ঢেলা সবাই তালবিয়া বলে। (তিরমিযী-সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাঃ)

৩৯৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ন হয় তখন উহা দুধ অপেক্ষা সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গোনাহ উহাকে কাল করে দেয়। (আহমাদ, তিরমিযী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৪০০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুজদালিফায় মাগরিব এশা একত্রে পড়েছেন-প্রত্যেকটি ভিন্ন একামত দ্বারা এবং উভয়ের মধ্যে বা পরে কোন নফল পড়েন নাই। (বুখারী-ইবনে ওমর রাঃ)

৪০১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কংকর মারা ও সাফা মারওয়া সায়ী করা আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। (তিরমিযী, দারেমী-আয়েশা রাঃ)

৪০২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেহই যেন দেশের দিকে ফিরে না যায় যাবৎ না তার শেষ মোলাকাত হয় বায়তুল্লাহ শরীফের সাথে। তবে ঋতুগ্রস্থাদের জন্য ইহা বাদ দেয়া হল। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৪০৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তওয়াফে ইফাযার সাত পাকে রমল করেন নাই। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৪০৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কাতে অস্ত্র বহন করা কারো পক্ষে হালাল নয়। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

৪০৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা মদীনার নাম রেখেছেন طَابَةَ 'তাবা' (পবিত্র)। (মুসলিম-জাবের ইবনে সামুরা রাঃ)

৪০৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেহই মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করবে সে গলে যাবে, যে ভাবে লবন পানিতে গলে যায়। (বুখারী, মুসলিম-সা'দ রাঃ)

www.bjilibrary.com

হালাল উপার্জন

৪০৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নাই। (বুখারী-মিকদাম ইবনে মা'দীকারে রাঃ)

৪০৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে কি উপায়ে মাল অর্জন হচ্ছে তার পরোয়া করবে না-হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪০৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজ কামায়ের আহার সর্বোত্তম। তোমাদের সন্তানও নিজ উপার্জনের অন্তর্ভূক্ত। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ-আয়েশা রাঃ)

৪১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নাম। (আহমাদ, দারেমী, বায়হাকী-জাবের রাঃ)

৪১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দাহ মুত্তাকী হতে পারে না যাবৎ সে গোনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য গোনাহহীন কাজকেও এড়িয়ে না চলে। (তিরমিজী, ইবনে মাজাহ-আতীয়া সা'দী রাঃ)

৪১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর লানত (১) মদের, (২) মদ পানকারীর (৩) মদ পরিবেশনকারীর (৪) মদ বিক্রেতার (৫) মদ ক্রেতার (৬) মদ প্রস্তুতকারীর (৭) মদের ফরমায়েশদাতার (৮) মদ বহনকারীর (৯) যার প্রতি বহন করা হয়- সকলের উপর। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-ইবনে ওমর রাঃ)

৪১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্যান্য ফরজের সাথে হালাল কামাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণও একটি ফরজ। (বায়হাকী-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

৪১৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দশ মুদ্রায় একটি কাপড় কিনেছে যার মধ্যে একটি মুদ্রা হারাম ঐ কাপড় পড়ে তার নামাজ কবুল হবে না। (আহমাদ, বয়হাকী-ইবনে ওমর রাঃ)

৪১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অধিক কসম খেলে মালের কাটতি বাড়ে তবে তা বরকত দূর করে দেয়। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সত্যবাদী, আমানতদার, বিশ্বাসী ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের দলে থাকবেন। (তিরমিযী-আবু সায়ীদ রাঃ)

৪১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুদের গোনাহ সত্তর ভাগ তার ক্ষুদ্রতম ভাগের পরিমাণ এই যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতাকে বিবাহ করে। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুদের দ্বারা সম্পদ বেশী হলেও পরিনামে অভাব আসবে। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৪১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মেরাজের রাতে এক শ্রেণীর লোকের কাছে পৌছলাম যাদের পেট ঘরের মত বড়, যার ভিতরে বহু সাপ রয়েছে বাইরে থেকে দেখা যায়। সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম হে জিবরাইল! এরা কারা ? জিবরাইল বললেন এরা সুদখোর। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গাছের ফল উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৪২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভায়ের ক্রয় বিক্রয়ের কথার উপর নিজে ক্রয় বিক্রয়ের কথা বলবে না। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৪২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ষাড় দ্বারা পাল দিয়া তার মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী-ইবনে ওমর রাঃ)

৪২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি কাকেও দান করে তার বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

৪২৪. নবী করীম, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমদানী কারক লাভবান হবে, পক্ষান্তরে গুদামজাতকারী অভিশপ্ত হবে। (ইবনে মাজাহ, দারেমী-ওমর রাঃ)

৪২৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের অভাব সৃষ্টি করে গুদামজাত করবে আল্লাহ তাকে কুষ্ঠ রোগে এবং দারিদ্রে পতিত করবেন। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী-ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ)

৪২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য গুদামজাত করে রাখবে, সমস্ত মাল দান করে দিলেও তার গোনাহর কাফফারা হবে না। (রাযীন-আবু উমামা রাঃ)

ঋণ

৪২৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণী ব্যক্তিকে সময় দান করবে অথবা ঋণ কর্তন করবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাকে দুঃখকষ্ট হতে মুক্তি দিবেন। (মুসলিম-আবু কাতাদা রাঃ)

৪২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয় - ঋণ ব্যতীত।

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ الذَّنْبِ اِلاَّ الدَّيْنَ

(মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৪২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সক্ষম ব্যক্তি (ঋণ পরিশোধে) টালবাহানা করলে তাকে লজ্জিত করা ও শাস্তি

www.bjilibrary.com

প্রদান করা যায়েজ। (আবু দাউদ, নাসায়ী-শারীদ রাঃ)

৪৩০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার মৃত্যু আসবে অহংকারমুক্ত, খেয়ানতমুক্ত ও ঋণমুক্ত অবস্থায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী-সওবান রাঃ)

৪৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাতককে সময় প্রদান করে তবে সে প্রতিদিনের বিনিময়ে দান খয়রাতের সওয়াব লাভ করবে। (আহমাদ-ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ)

৪৩২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লুণ্ঠন করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন কারো নাক কান কেটে দিতে (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ রাঃ)

৪৩৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে পতিত জমি আবাদ করে উহা তার। অন্যায় দখলদারীর মেহনতের কোন হক নাই। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ-সায়ীদ ইবনে যায়দ রাঃ)

৪৩৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে অন্যায়ভাবে কারো জমি দখল করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমীন পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী-সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৪৩৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন রাস্তার পাশ সম্পর্কে মতভেদ করবে তখন উহার পাশ সাত হাত ধরা হবে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে (অন্যায়ভাবে) বরই গাছ কেটেছে (মুসাফির ও পশুর আশ্রয় নষ্ট হয়েছে) আল্লাহ তাকে তার মাথা নিচু করে জাহান্নামে ফেলবেন। (আবু দাউদ-আব্দুল্লাহ ইবনে হুবায়শ রাঃ)

www.bjilibrary.com

৪৩৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাঞ্চাকারীর হক রয়েছে, যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে।

"لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ".

(আহমাদ, আবু দাউদ-ইমাম হুসাইন ইবনে আলী রাঃ)

৪৩৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন জিনিষে সকল মুসলমান শরীকঃ- পানি, ঘাস ও আগুন। (অবু দাউদ, ইবনে মাজাহ- ইবনে আব্বাস রাঃ)

৪৩৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জীবনস্বত্ত্ব দান জায়েজ। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে সুগন্ধি দান করা হয় সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা উহা হালকা বোঝা অথচ সুগন্ধযুক্ত। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দান করে ফেরৎ নেয়, সে হল কুকুরের ন্যায়। সে আপন বমি পুনঃ খায়। আমাদের পক্ষে এ মন্দ উদাহরণ সাজে না। (বুখারী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৪৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (আহমাদ, তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন নতুন ফল আনা হত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা তার আপন চক্ষে ওষ্ঠে লাগাতেন এবং বলতেন হে আল্লাহ! যেভাবে তুমি আমাদেরকে এর প্রথমটি দেখিয়েছ সেভাবে এর শেষটিও দেখাও। এরপর তা উপস্থিত ছেলেদেরকে দিয়ে দিতেন। (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

ওসিয়ত

৪৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওয়ারিসদের মীরাসের অংশ কেটেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জান্নাতের মীরাসের অংশ কাটবেন। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৪৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হত্যাকারী নিহতের মিরাস পায় না। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে ওসিয়ত করা যেতে পারে তার নিজের কাছে ওসিয়তনামা না লিখে দুই রাত অতিবাহিত করার অধিকার নেই। (বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৪৪৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকেই তার হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য কোন ওসিয়ত নেই। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আবু উমামা রাঃ)

৪৪৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ওসিয়ত করে মরেছে সে সত্য পথ ও ঠিক প্রথার উপর মরেছে, সে মুত্তাকী ও শহীদ রূপে মরেছে এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছে। (ইবনে মাজাহ-জাবের রাঃ)

বিয়ে-সংসার

৪৪৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের স্ত্রীর মুখে যে লুকমা খাবার উঠিয়ে দেয়া হয় তাতেও তোমার জন্য সওয়াব দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম-সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ)

৪৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নারীকে বিয়ে করা হয় ৪টি কারণে (১) ধন সম্পদ, (২) বংশ মর্যাদা, (৩) সৌন্দর্য (৪) দ্বীন। সুতরাং তোমরা দ্বীনদার নারী লাভ করতে চেষ্টা

www.bjilibrary.com

করবে। অন্য কিছু চাইলে তুমি ধ্বংস হও। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৫১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দ্বীনদার ও চরিত্রবান পছন্দনীয় লোক বিয়ের প্রস্তাব করলে তখন বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে যমীনে বিপদ ও বড় ফাসাদ সৃষ্টি হবে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৫২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিয়ে কর প্রেমময় ও অধিক সন্তান প্রসবনী নারীকে। কেননা আমি সংখ্যায় অন্যান্য উম্মতের উপর জয়ী হতে চাই। (আবু দাউদ, নাসায়ী-মাকাল ইবনে ইয়াসার রাঃ)

৪৫৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ বিয়ে হল যা সর্বাপেক্ষা কম কষ্টে সহজে সম্পন্ন করা হয়। (বায়হাকী-আয়েশা রাঃ)

৪৫৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন বান্দাহ বিয়ে করল নিশ্চয় সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল। বাকী অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে। (বায়হাকী-আনাস রাঃ)

৪৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারী যেন অপর নারীর সাথে বেশী মাখামাখি না করে। অতঃপর স্বামীর কাছে এমনভাবে তার রূপ বর্ণনা করে যেন তার স্বামী তাকে নিজ চোখে দেখছে। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে মাসউদ রাঃ)

৪৫৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খবরদার। কোন পুরুষ যেন কোন বিবাহিতা নারীর সাথে এক জায়গায় রাত্রি যাপন না করে স্বামী অথবা কোন মাহরাম ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

৪৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নারীর নিকট যাবে না। এক ব্যক্তি দেবর সম্পর্কে জানতে চাইলে বলা হল সে তো সাক্ষাৎ যম। (বুখারী, মুসলিম-ওকবা ইবনে আমের রাঃ)

www.bjilibrary.com

৪৫৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নারী হল আওরত বা আবরনীয় জিনিষ। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে। (তিরমিযী-ইবনে মাসউদ রাঃ)

৪৫৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাত আট বছরের বালক মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) ভারী পাথর বহন করার সময় তার কাপড় খুলে পড়ে গেল। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাপড় পরে নাও, নেংটা চলো না।' (মুসলিম-মিশওয়ার ইবনে মাখরামা রাঃ)

৪৬০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাওরাত কিতাবে লেখা আছে যার মেয়ে বারো বছরে উপনীত হয়েছে এবং বিয়ে না দেওয়ার ফলে সে কোন অপরাধ করেছে তাহলে সে গোনাহ তার বাপের। (বায়হাকী-ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ)

৪৬১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ভাষণে তাশাহুদ নেই তা হল কাটা হাতের ন্যায়। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৬২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই আল্লাহর প্রশংসার সাথে শুরু না হবে, তাহবে বরকতহীন। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৬৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক বাজনার সাথে শয়তান থাকে। (আবু দাউদ-ইবনে জুবায়ের রাঃ)

৪৬৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম হয় যা রক্ত সম্পর্কের কারণে হারাম হয়। (বুখারী-আয়েশা রাঃ)

৪৬৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ বিয়ের খানায় আমন্ত্রিত হয় তখন যেন সে তাতে যোগ দেয়। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৪৬৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বাপেক্ষা মন্দ ওলীমার খানা ঐটি যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদের

www.bjilibrary.com

বাদ দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৬৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন দুই নিমন্ত্রণকারী এক সাথে আসে তখন নিকটতম প্রতিবেশীটিরই গ্রহণ করবে। আর যদি একজন পূর্বে আসে তবে তারটি গ্রহণ করবে। (আহমাদ, আবু দাউদ-সাহাবীদের মধ্যে একব্যক্তি)

৪৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিযোগীদের দাওয়াত (গর্ব ও লোক দেখানো দাওয়াত) কবুল করা যায় না। তাদের খানা খাওয়া যায় না। (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৬৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুমিন পুরুষ তার স্ত্রীকে যেন শত্রু না ভাবে। যদি সে তার এক কাজকে পছন্দ না করে তবে তার অপর কাজকে পছন্দ করবে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৭০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমি কাকেও আল্লাহ ছাড়া সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। (তিরমিযী-উম্মে সালমা রাঃ)

৪৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে (শরিয়ত বিরোধী কাজে সন্তুষ্ট রাখা যাবে না)। (তিরমিযী-উম্মে সালমা রাঃ)

৪৭২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ণ মোমিন হল উত্তম ব্যবহারকারী এবং আপন পরিবারের পক্ষে নরম ও মেহেরবান। (তিরমিযী-আয়েশা রাঃ)

৪৭৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী কষ্ট ব্যতীত আপন স্বামীর নিকট তালাক চায় তার পক্ষে জান্নাতের গন্ধও হারাম। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-সত্তবান রাঃ)

৪৭৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল হল তালাক। (আবু দাউদ-ইবনে ওমর রাঃ)

www.bjilibrary.com

৪৭৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা স্বামী হতে পৃথক হতে চায় এবং যারা খোলা করতে চায় তারা হল মোনাফেক নারী (নাসাঈ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৭৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের বাপদাদার বংশ ছাড়া অন্য বংশের সাথে নিজের পরিচয় দেয় তার জন্য জান্নাত হারাম। (বুখারী, মুসলিম-সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস রাঃ)

৪৭৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজেদের পিতৃপুরুষ হতে অনাগ্রহ প্রকাশ করো না। যে নিজের পিতৃপুরুষ হতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে সে কাফের হয়ে গেছে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৭৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে ধন সম্পদ দান করেন তখন সে যেন প্রথমে নিজের ও নিজ পরিবারের লোকজনের জন্য খরচ করে। (মুসলিম-জাবের ইবনে সামুরা রাঃ)

৪৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নামাজকে সঠিকভাবে পালন কর এবং যে সমস্ত দাস দাসী তোমাদের অধীনে আছে তাদের হক আদায় কর। (বায়হাকী-উম্মে সালামা রাঃ)

৪৮০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাসদাসীদের সাথে ভাল আচরণ করা কল্যাণ ও বরকতের লক্ষণ। তাদের সাথে দূর্ব্যবহার করা অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। (আবু দাউদ-রাফে ইবনে মাকীস রাঃ)

৪৮১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার ও তার প্রিয়জনদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। (তিরমিযী, দারেমী-আবু আইউব রাঃ)

www.bjilibrary.com

৪৮২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি ঐ যে একাকী খায়, আপন দাস-গোলামকে মারধর করে আর দান খায়রাত থেকে বিরত থাকে। (রাযীন-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৮৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এটি তোমার বাপ, এটি তোমার মা- যার ইচ্ছা তুমি তার হাত ধর। ছেলে তার মায়ের হাত ধরল। অতএব সে তাকে নিয়ে চলে গেল। (আবু দাউদ, দারেমী, আবু হুরায়রা রাঃ)

শপথ

৪৮৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় মুকাল্লিবাল কুলুব (অন্তর পরিবর্তনকারী) প্রভুর নামেই শপথ করতেন। (বুখারী-ইবনে ওমর রাঃ)

৪৮৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রতিমার নামে ও বাপদাদার নামে শপথ করো না। (মুসলিম-আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রাঃ)

৪৮৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নামে শপথ করল সে শিরক করল। (তিরমিযী-ইবনে ওমর রাঃ)

৪৮৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মান্নত করো না। কেননা মান্নত তকদিরের কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না। অবশ্য এর দ্বারা কৃপনের কিছু ব্যয় হয় মাত্র। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৮৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মান্নতের কাফফারা কসমের কাফফারার মতই। (মুসলিম-ওকবা ইবনে আমের রাঃ)

৪৮৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি কারণ ব্যতীত রক্ত হালাল নয়। (১) জানের বদলে (২) বিবাহিত ব্যভিচারী (৩) দ্বীন ত্যাগকারী। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

৪৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে যে মুকাদ্দামার সর্ব প্রথম ফায়সালা হবে তা হবে রক্তপাত সম্পর্কিত। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৪৯১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফাঁসী লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামেও সে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসীর শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী,-আবু হুরায়রা রাঃ)

৪৯২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমানকে হত্যা করার চেয়ে এই দুনিয়াটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অতীব নগন্য। (তিরমিযী নাসায়ী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৪৯৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আসমান ও যমীনের সমস্ত বাসিন্দারা যৌথভাবে যদি এক মুমিনকে হত্যা করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা এর শাস্তি স্বরূপ সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী-আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

অপরাধের শাস্তি বিধান

৪৯৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (দিয়তের ক্ষেত্রে) কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাংঙ্গুলী সমান। (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৪৯৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উভয় হাত ও উভয় পায়ের আঙ্গুল সমূহের দিয়াত সমান। (আবু দাউদ, তিরমিযী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৪৯৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেহ রুগীর চিকিৎসা করে অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান সুপরিচিত নয়, তবে সে দায়ী হবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী-আমর ইবনে শোয়াইব রাঃ)

৪৯৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পশুর আঘাতের উপর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরাযরা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৪৯৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মাল সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৪৯৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি মারে আর তুমি তাকে পাথর মেরে তার চোখের ক্ষতি করে দাও তাতে তোমার দোষ নেই। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫০০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তীর সঙ্গে নিয়ে মসজিদে কিংবা বাজারে যায় সে যেন অবশ্যই তীরের ফলক ধরে রাখে। উহাতে কোন মুসলমানের দেহে আঘাত লাগতে পারে। (বুখারী, মুসলিম-আবু মুসা রাঃ)

৫০১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেহ কোন ব্যক্তিকে মারধর করে তবে চেহারায় যেন না মারে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫০২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফিতা ইত্যাদি দুই আঙ্গুল দ্বারা চিরতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ-হাসান বসরী রাঃ)

৫০৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৫০৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দাহ শিরকের দিকে পালিয়ে যায় তখন তার খুন হালাল। (আবু দাউদ-জারীর রাঃ)

৫০৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাদুকরের শরয়ী শাস্তি হল তলোয়ার দ্বারা তাকে হত্যা করা। (তিরমিযী-জুনদুব রাঃ)

৫০৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অবিবাহিত ব্যক্তি যিনায়

www.bjilibrary.com

লিপ্ত হলে তাকে একশত চাবুক মারাও এক বছরের দেশান্তরের শাস্তি দিতেন। (বুখারী-সায়দ ইবনে খালেদ রাঃ)

৫০৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যেই ব্যক্তিকেই হযরত লুত (আঃ) এর কওমের ন্যায় (লাওয়াতাত-পুরুষে পুরুষে সঙ্গম) পাও তখন যে করে, যার সাথে করে উভয়কে হত্যা করে ফেল। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-ইকরেমা ইবনে আব্বাস রাঃ)

৫০৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করে তাকে হত্যা করে ফেল এবং ঐ জানোয়ারটিকেও হত্যা করে ফেল। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৫০৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশি যেই জিনিষের ভয় করি তা হল হযরত লুত (আঃ) এর কওমের ন্যায় কুকর্ম। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-জাবের রাঃ)

৫১০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গাছের ফল চুরির দায়ে এবং খেজুরের থোড় চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা যাবে না। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ-রাফে ইবনে খাদীজ রাঃ)

৫১১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদ পানের জন্য খুরমা গাছের ডাল, জুতার দ্বারা প্রহার করেছেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) চল্লিশ চাবুক মেরেছেন। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৫১২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে দশ চাবুকের বেশি প্রয়োগ করা জায়েজ নেই। (বুখারী, মুসলিম-আবু বুরদা ইবনে নিয়ার রাঃ)

www.bjilibrary.com

৫১৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে ইহুদী বলে তখন তাকে বিশবার চাবুক মার। (তিরমিযী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৫১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিষই মদ এবং প্রত্যেক নেশা সৃষ্টকারী জিনিষই হারাম। (মুসলিম-ইবনে ওমর রাঃ)

৫১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জিনিষ অধিক পরিমাণ ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-জাবের রাঃ)

৫১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন (১) নিত্য মদপানকারী (২) পিতা-মাতার নাফরমান, (৩)দাইউস (পরিবারকে বেপর্দা করে)। (আহমাদ, নাসায়ী-ইবনে ওমর রাঃ)

আনুগত্য

৫১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হুকুম শ্রবণ কর, আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট হাবশী গোলামকে শাসন কর্তা নিযুক্ত করা হয়। (বুখারী-আনাস রাঃ)

৫১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নাফরমানীর ব্যাপারে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায় ও সৎকাজে। (বুখারী, মুসলিম- আলী রাঃ)

৫১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেউ ইসলামী জামায়াত হতে অর্ধ হাত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হল-সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৫২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি একই সময়ে দুজন খলিফা বাইয়াতের দাবী করে তবে দ্বিতীয় জনকে

www.bjilibrary.com

কতল করে ফেল। (মুসলিম-আবু সায়ীদ রাঃ)

৫২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নেতৃত্বের পদ চাইবে না। চাওয়ার কারণে যদি পদ দেয়া হয় তা তোমার দায়িত্বে সোপর্দ হয়। আর চাওয়া ছাড়া দেয়া হলে তোমাকে সাহায্য করা হবে। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রাঃ)

৫২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয় এবং সে আত্মসাতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম-মাকাল ইবনে ইয়াসার রাঃ)

৫২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ শাসক সে যে জালেম ও নির্যাতনকারী। (মুসলিম-আয়েয ইবনে আমর রাঃ)

৫২৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নেতৃত্ব একটা সত্য বস্তু। মানুষের জন্য নেতা থাকাটা অপরিহার্যও বটে। তবে অধিকাংশ নেতা ও সরদার জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ- গালেবুল কাত্তান)

৫২৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ট্যাক্স আদায়কারী অর্থাৎ অন্যায়ভাবে ওশর ও যাকাত আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আহমাদ, আবু দাউদ, দারেমী-ওকবা ইবনে আমের রাঃ)

৫২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন মুনাফিককে নেতা বলনা। কেননা তোমরা যদি তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ কর তাহলে তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে। (আবু দাউদ-হোযায়ফা রাঃ)

শাসক ও বিচারক

৫২৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অত্যাচারী

www.bjilibrary.com

শাসকের সামনে হক কথা বলাই হল উত্তম জিহাদ। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

৫২৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শাসক যখন জনগণের দোষ ত্রুটি অন্বেষন করে তখন তাদেরকে অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়। (আবু দাউদ-আবু উমামা রাঃ)

৫২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে মানুষের মধ্যে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা হল তাকে যেন ছুরি ছাড়াই যবেহ করা হল। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৩০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক লোকের অভিভাবক নিযুক্ত হল, সে কিয়ামতের দিন গলায় শিকল পরা অবস্থায় উঠবে। তার হাত গর্দানের সাথে বাধা থাকবে। এ অবস্থা থেকে নেক আমলই তাকে মুক্ত করবে অথবা তার গুনাহ তাকে ধবংস করবে। (আহমাদ-আবু উমামা রাঃ)

৫৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যেই চরিত্রের হবে, তোমাদের শাসকও সেই রূপ চরিত্রের নিয়োগ করা হবে। (বায়হাকী-ইয়াহইয়া ইবনে হাশেম রাঃ)

৫৩২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের সাথে সহজ সরল ব্যবহার কর। কষ্টদায়ক ব্যবহার করো না। তাদেরকে সান্তনা প্রদান কর ও বিতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৫৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচার ফায়সালা না করে। (বুখারী, মুসলিম-আবু বাকরা রাঃ)

৫৩৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপর লানত। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাঃ)

৫৩৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি

www.bjilibrary.com

এমন জিনিষের দাবী করে যা প্রকৃতপক্ষে তার নয়, সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। অবশ্যই সে তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়। (মুসলিম-আবু যর রাঃ)

৫৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাক্ষ্য প্রমাণ বাদীকেই পেশ করতে হবে। বিবাদীর উপর বর্তিবে কসম। (তিরমিযী-আমর ইবনে শোআয়ব রাঃ)

৫৩৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহরবাসীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর সাক্ষ্যদান চলে না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ - আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৩৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উভয় পক্ষ (বাদী ও বিবাদী) বিচারকের সামনেই বসবে। (আহমাদ, আবু দাউদ-আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাঃ)

৫৩৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন সুপারিশ করা সবচেয়ে উত্তম সাদকা যেই সুপারিশের দরুন কোন লোক বন্দী হতে মুক্তি লাভ করে। (বায়হাকী-সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ)

জিহাদ

৫৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম-সাহল ইবনে সা'দ রাঃ)

৫৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বান্দাহর পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধুলিমলীন হয় তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (বুখারী-আবু আবস রাঃ)

৫৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুজাহিদ-গাজী তার জিহাদের পূর্ন সওয়াব লাভ করবে আর জিহাদের জন্য মাল-সম্পদ দানকারী মাল প্রদান ও জিহাদ উভয়টির সওয়াব লাভ করবে, (আবু দাউদ-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৫৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি

www.bjilibrary.com

একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের কামনা করে আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন-যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম-সাহল ইবনে হোনায়ফ রাঃ)

৫৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ না করে বা জিহাদের নিয়ত না রেখে মৃত্যু বরণ করে তার মৃত্যু মুনাফিকের মৃত্যু। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৪৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করে সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করছে। (বুখারী, মুসলিম-আবু মুসা রাঃ)

৫৪৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মাল, জান ও মুখ দ্বারা মুশরিকদের সঙ্গে জিহাদ কর। (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী-আনাস রাঃ)

৫৪৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সালাম খুব বিস্তার কর, ক্ষুধার্তকে খাওয়াও, এবং কাফেরদের মুন্ডপাত কর। ফলে তোমরা জান্নাতের ওয়ারিশ হবে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৪৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যুর সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির আমল কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরের ফিতনা থেকেও নিরাপদ থাকবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ-ফাযালা ইবনে ওবায়দ রাঃ)

৫৪৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু ব্যয় করে তার আমল নামায় সাত শত গুণ সওয়াব লিখা হয়। (তিরমিযী, নাসায়ী-খুরায়ম ইবনে ফাতেক রাঃ)

৫৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় একদিন সীমান্তের পাহারা দেয়া অন্যান্য এবাদতের তুলনায়

www.bjilibrary.com

এক হাজার দিনের এবাদতের চেয়েও উত্তম। (তিরমিযী, নাসায়ী-ওসমান রাঃ)

৫৫১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ মৃত্যুর ব্যাথা ততটুকু অনুভব করে যতটুকু তোমাদের কেউ পিপড়ার দংশনে অনুভব করে থাকে। (তিরমিযী, নাসায়ী, দারেমী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৫২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিহাদের কোন ক্ষত (আঘাত) না নিয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল সে যেন তার মধ্যে একটি ত্রুটি নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৫৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করার সংকল্প রাখে এবং সাথে সাথে দুনিয়ার মাল সম্পদ পাওয়ারও লোভ রাখে তার জন্য কোন সওয়াব নেই। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৫৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং উহাতে মালও ব্যয় করে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে সাত লাখ দেরহামের সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ-আলীও আবু দারদা রাঃ)

৫৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের শত্রুদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রেখ প্রকৃত শক্তি অর্জন হল তীর নিক্ষেপ করা (৩ বার)। (মুসলিম-ওকবা ইবনে আমের রাঃ)

৫৫৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে তীর চালনা শিক্ষা করার পর তা বর্জন করে সে আমাদের নয় অথবা সে নাফরমানী করল। (মুসলিম-ওকবা ইবনে আমের রাঃ)

৫৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালে বরকত রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৫৫৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন

www.bjilibrary.com

মসজিদ দেখতে পাও, মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাও তখন সেখানে কাউকেও হত্যা করো না। (তিরমিযী, আবু দাউদ-ইসামুল মুযানী রাঃ)

৫৫৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরিচালিত যুদ্ধকালীন সময়ে মহিলারা (সিপাইদের) পানি পান করাত ও আহতদের সেবা যত্ন করত। (মুসলিম-আনাস রাঃ)

৫৬০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন শত্রুরা তোমাদের খুব নিকটবর্তী হবে তখনই তীর নিক্ষেপ করবে এবং তোমাদের কিছু তীর সংরক্ষিত রাখবে। (বুখারী-আবু উসায়দ রাঃ)

৫৬১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীদের আক্রমনের জন্য মিনজানিক স্থাপন করেন (পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র)। (তিরমিযী-সওবান ইবনে ইয়াযীদ রাঃ)

৫৬২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন নারীও তার সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব নিতে পারে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৬৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের পূর্বে গনীমতের মাল খাওয়া কারো জন্য হালাল ছিল না। আল্লাহ আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৬৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী- আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

৫৬৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি আরব উপদ্বীপ হতে ইয়াহুদী নাসারাদেরকে বহিষ্কার করব, এমন কি মুসলমান ব্যতীত ককেও এখানে রাখবো না। (মুসলিম-জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ)

৫৬৬. সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে উত্তম কাজ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তার পথে জিহাদ করা। (বুখারী, মুসলিম- আবু যর গিফারী রাঃ)

www.bjilibrary.com

সফর

৫৬৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বৃহস্পতিবার দিন সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। (বুখারী-কা'ব ইবনে মালেক রাঃ)

৫৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জানত তাহলে কোন আরোহীই রাতে একাকী সফরে বের হত না। (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৫৬৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কাফেলার সাথে কুকুর ও ঘন্টা থাকে সেই কাফেলার সাথে ফেরেশতারা সাথী হয় না। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৭০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফর হল আযাবের একটি অংশ। উহা তোমাদেরকে নিদ্রা ও পানাহারে বাধা দেয়। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই রাত্রি বেলায় সফর করবে। কেননা রাত্রি বেলায় জমীন সংকুচিত হয়। (আবু দাউদ-আনাস রাঃ)

৫৭২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তিন ব্যক্তি সফরে যাবে তখন তারা একজনকে যেন আমীর করে নেয়। (আবু দাউদ-আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

৫৭৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কাফেলার সাথে চিতাবাঘের চামড়া থাকে সে কাফেলার সাথে ফেরেশতা থাকে না। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৭৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর নিজ পরিজনের মধ্যে প্রবেশ করার উত্তম সময় হল রাত্রের প্রথমভাগ। (আবু দাউদ-জাবের রাঃ)

www.bjilibrary.com

শিকার ও যবেহ

৫৭৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন প্রাণীকে হত্যা করার জন্য আবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৫৭৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুখমন্ডলে আঘাত করতে এবং শরীরে ও চেহারায় দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম - জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ)

৫৭৭. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জীবিত জানোয়ার হতে যা কেটে নেয়া হয় তা মৃত, উহা খাওয়া যাবে না। (তিরমিযী, আবু দাউদ- আবু ওয়াকিদ লাইসী রাঃ)

৫৭৮. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি গবাদি পশু পাহারাদানকারী অথবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পোষে প্রতিদিন তার আমল হতে দুই কীরাত (ওহুদ পাহাড় পরিমাণ) হ্রাস পাবে। (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৭৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পশুদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাধাতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৫৮০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে কোন তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারালো পাঞ্জা বিশিষ্ট পাখী খেতে নিষেধ করেছেন । (মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৫৮১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাকলাসকে প্রথম আঘাতে মেরে ফেলবে তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে। দ্বিতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়ে কম, তৃতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়েও কম লিখা হবে। (মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৮২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মোরগকে গালি দিও না কেননা উহা মানুষকে নামাজের জন্য সজাগ করে। (আবু দাউদ- যায়দ ইবনে খালেদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

৫৮৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়ে তখন গোটা মাছিটাকে তাতে ডুবিয়ে দিবে। অতঃপর তাকে তুলে ফেলে দিবে। কেননা তার ডানা দ্বয়ের এক ডানায় ঔষধ এবং অপর ডানায় জীবাণু থাকে। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

আকীকা

৫৮৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শিশু আকীকার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু জবেহ করবে, নাম রাখবে ও তার মাথা মুন্ডন করবে। (আবু দাউদ তিরমিজি নাসাঈ ও আহমদ- সামুরা ইবনে জনদুব রাঃ)

৫৮৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলীর জন্মের সময় তার কানে নামাজের আযানের ন্যায় আজান দিয়েছেন। (তিরমিযী , আবু দাউদ - আবু রাফে রা'ঃ)

৫৮৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের নাম সমূহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় হল আব্দুল্লাহ ও আবদুর রহমান। (মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৫৮৭. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন। (তিরমিযী-আয়েশা রাঃ)

খাদ্য গ্রহণ

৫৮৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে খানাতে বিসমিল্লাহ বলা হয় না, শয়তান সে খানাকে নিজের জন্য হলাল করে নেয়। (মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইনে ওমর রাঃ)

৫৮৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন কিছু খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে যেন ডান হাতে পান করে। (মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৫৯০. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আঙগুল ও

www.bjilibrary.com

খাদ্য পাত্র চেটে খাবে। খাদ্যের কোন অংশের মধ্যে বরকত আছে নিশ্চয় তোমরা তা জানো না। (মুসলিম - জাবের রাঃ)

৫৯১. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেন নাই । মনে চাইলে খেয়েছেন আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন । (বুখারী ,মুসলিম- আবু হুনায়রা রাঃ)

৫৯২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দুইজনের খাবার তিন জনের জন্য যথেষ্ঠ, তিনজনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট । (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৫৯৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন। (বুখারী- আয়েশা রাঃ)

৫৯৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে তাকে সেদিন কোন বিষ, জাদুটোনা ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম- সাদ রাঃ)

৫৯৫. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার এক নাগাড়ে দুইদিন আটার রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারেন নাই। (বুখারী, মুসলিম- আয়েশা রাঃ)

৫৯৬. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা তোমাদের খাদ্য দ্রব্যকে মেপে নাও এতে তোমাদের জন্য বরকত দেয়া হবে। (বুখারী- মেকদাম ইবনে মাদী কারিব রাঃ)

৫৯৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তায়ালা তার ঐ বান্দাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন যে এক গ্রাস খাদ্য খেয়ে তার প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তার শোকর আদায় করে। (মুসলিম-আনাস রাঃ)

৫৯৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে খানা খায় ও আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায় সে যেন বলে বিসমিল্লাহে আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু। (তিরমিযী,আবু দাউদ- আয়েশা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৫৯৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পার্শ্ব হতে খাও মধ্য হতে খেও না, কেননা খাদ্যের বরকত মধ্যখানেই অবতীর্ন হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৬০০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পাঁজরের গোশত খেতে খুব বেশী পছন্দ করতেন। তাই তিনি উহা দাঁত দিয়া ছুটিয়ে খেলেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৬০১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ছুরি দ্বারা গোশত কেটো না। উহা আজমীদের (পারসীদের) আচরণ বরং উহা দাঁত দ্বারা ছুটিয়ে খাও। কারণ ইহা বেশী সুস্বাদু ও হজমের দিক দিয়েও ভাল। (আবু দাউদ, বায়হাকী- আয়েশা রাঃ)

৬০২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাদ্য দ্রব্যের তলচাট (খাদ্য দ্রব্যের নীচে লেগে থাকা অংশ) পছন্দ করতেন। (তিরমিযী, বায়হাকী- আনাস রাঃ)

৬০৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পাত্রে খায়, পরে উহা চেটে নেয় পাত্রটি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ,দারেমী- নোবায়শা রাঃ)

৬০৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জয়তুনের তেল খাও, উহা গায়ে মালিশ কর। কারণ এটি একটি কল্যাণময় বৃক্ষ হতে (নির্গত)। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী-আবু উসায়দ আনসারী রাঃ)

৬০৫. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপর খেজুর রেখে দিলেন, ইহা (খেজুর) উহার (রুটির) সালন এবং তা খেলেন। (আবু দাউদ- ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাঃ)

৬০৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রান্না করা ব্যতীত রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী - আলী রাঃ)

www.bjilibrary.com

৬০৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেশী খাওয়া অশুভ (অকল্যাণকর)। অতএব তা গোলামকে ফেরৎ দিতে নির্দেশ দিলেন। (বায়হাকী- আয়েশা রাঃ)

৬০৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রধান সালন হল লবণ। (ইবনে মাজাহ -আনাস ইবনে মালেক রাঃ)

৬০৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন খানা হাজির করা হয়, তখন তোমরা জুতা খুলে নাও। কেননা এতে পায়ের প্রশান্তি আছে। (দারেমী- আনাস ইবনে মালেক রাঃ)

৬১০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পাত্রে খায়, পরে উহা চেটে খায় তখন পাত্রটি তাকে (লক্ষ্য করে) বলে 'আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রাখুন যেমন তুমি আমাকে শয়তান হতে মুক্ত রেখেছ। (রাযীন- নোবায়শা রাঃ)

৬১১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম নিজ সাথী ভাইদের অনুমতি ছাড়া দুই খেজুর এক সাথে খেতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৬১২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাকেও দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম- আনাস রাঃ)

৬১৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোপ্য পাত্রে পান করল বস্তুত সে তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল। (বুখারী, মুসলিম- উম্মে সালামা রাঃ)

৬১৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পিয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ- আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

৬১৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে উহা পান করবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ - আবু মালেক আশআরী রাঃ)

www.bjilibrary.com

মেহমানদারী

৬১৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন (১) অবশ্যই মেহমানের ইজ্জত করে (২) প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, (৩) অবশ্যই ভাল কথা বলে নতুবা যেন চুপ থাকে, (৪) অবশ্যই আত্মীয়ের হক আদায় করে। (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬১৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি তোমার মেহমানদারী না করে থাকে তাহলে তুমি তার প্রতিশোধ নহে বরং তুমি তার মেহমানদারী কর। (তিরমিযী- আবুল আহওয়াস জুশামী রাঃ)

৬১৮. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের খাদ্যবস্তু পরহেজগার লোকদের খাওয়াও, তোমাদের দানখায়রাত ঈমানদার লোকদের প্রদান কর। (বায়হাকী-আবুসায়ীদ খুদরী রাঃ)

৬১৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সমবেতভাবে খানা খাবে এবং আল্লাহর নাম নিবে । এতে তোমাদের খানার মধ্যে বরকত আসবে । (আবু দাউদ- ওযাহশী ইবনে হরব রাঃ)

৬২০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের সাথে খানা খেতে বসতেন, তখন সকলের শেষে খাওয়া হতে অবসর হতেন। (বায়হাকী-জাফর ইবনে মুহাম্মদ রাঃ)

৬২১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্ষুধা ও মিথ্যাকে (খেতে বললে খিদা নাই বলা) একত্রিত করো না । (ইবনে মাজাহ - আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ)

৬২২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা একত্রে খানা খাও । পৃথক পৃথক খেয়ো না। কেননা জামায়াতের সাথে খাওয়ার মধ্যে বরকত হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ- ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ)

www.bjilibrary.com

৬২৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মেহমানের সঙ্গে (বিদায়ের সময়) বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (ইবনে মাজাহ- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬২৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে গৃহে মেহমানদারী করা হয়, উটের চোটের গোশত কাটার উদ্দেশ্যে ছুরি যত দ্রুত অগ্রসর হয় সে গৃহে বরকত তার চেয়েও দ্রুত প্রবেশ করে। (ইবনে মাজাহ - আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৬২৫. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তোমরা তখন ঘরের মধ্যে (প্রজ্জলিত) আগুন রেখ না। (বুখারী, মুসলিম - আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৬২৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক বিছানা পুরুষের জন্য এক বিছানা স্ত্রীর জন্য, তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য আর চতুর্থ বিছানা শয়তানের জন্য। (বুখারী - জাবের রাঃ)

পোশাক পরিচ্ছদ

৬২৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকার বশত টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলায় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৬২৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি অহংকার বশত তার ইযার হেচড়িয়ে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হল। ফলে সে কিয়ামত পর্যন্ত যমীনের ভিতরে তলিয়ে যেতে থাকবে। (বুখারী - আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৬২৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে আখেরাতে যার ভাগে তা নাই। (বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৬৩০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে কোর্তাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় লেবাস। (তিরমিযী, আবু দাউদ-উম্মে সালামা রাঃ)

৬৩১. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণ ও

www.bjilibrary.com

রেশমের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল আর পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে । (তিরমিযী, নাসায়ী-আবু মুসা আশআরী রাঃ)

৬৩২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাদাসিদা জীবন যাপন করাই ঈমানের অঙ্গ (কথাটি দুবার বললেন)। (আবু দাউদ- আবু উমামা আয়াস ইবনে সালাবা রাঃ)

৬৩৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সুনামের পোশাক পরবে আল্লাহ তায়ালা কিযামতে তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৬৩৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আহমাদ, আবু দাউদ- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৬৩৫. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লাল বর্ণের দুখানা কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তির সালামের জবাব দিলেন না। (তিরমিযী, আবু দাউদ- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৬৩৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা খাও, পান কর দান সাদকা কর এবং পরিধান কর যে পর্যন্ত না অপব্যয় ও অহংকারে পতিত হও। (আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ - আমর ইবনে শোআয়ব রাঃ)

৬৩৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যা পরিধান করে কবরে এবং মসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তার মধ্যে সর্বোত্তম হল সাদা কাপড়। (ইবনে মাজাহ- আবু দারদা রাঃ)

চুল

৬৩৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মুশরিক কাফেরদের বিপরীত কর, দাড়ি বাড়াও গোফ খাটো কর

www.bjilibrary.com

অথবা গোফ ছেটে নাও দাড়ি লম্বা কর। (বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৬৩৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ ছাঁটে না, সে আমাদের মধ্যে নয়। (আহম্মদ ,তিরমিযী, নাসায়ী- যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ)

৬৪০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাথায় খুব বেশী তেল ব্যবহার করতেন, দাড়ি আঁচড়াতেন। (শরহে সুন্নাহ-আনাস রাঃ)

৬৪১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির (বাবরী) চুল আছে, সে যেন তা সযত্নে রাখে। (আবু দাউদ- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৪২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে তার এই বার্ধক্য কিয়ামতের দিন তার জন্য নুর হবে। (তিরমিযী, নাসায়ী- কাব ইবনে মুররাহ রাঃ)

৬৪৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীকে লানত করেছেন। (আবু দাউদ- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৪৪. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইসমিদ সুরমা লাগাও। কেননা তা দৃষ্টি শক্তি প্রখর করে এবং পলকের চুল অধিক জন্মায়। (তিরমিযী- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৬৪৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী লোকের মাথা মুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। (নাসায়ী- আলীরাঃ)

ছবি

৬৪৬. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর আছে ও প্রাণীর ছবি আছে । (বুখারী- মুসলিম-আবু তালহা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৬৪৭.নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপনগৃহে ছবিযুক্ত কোন জিনিষই রাখতেন না। বরং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতেন। (বুখারী- আয়েশা রাঃ)

৬৪৮. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন সব লোকেরা যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করে । (বুখারী, মুসলিম- আয়েশা রাঃ)

৬৪৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহতায়ালা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দিবেন ছবি প্রস্তুতকারীদের। (বুখারী, মুসলিম -আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৬৫০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাবা খেলল, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করল। (মুসলিম- বুরায়দা রাঃ)

৬৫১. রাসুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ মদপান, জুয়া খেলা ও ঢোল বাজানো হারাম করেছেন। (বায়হাকী-আবু মুসা আসআরী রাঃ)

চিকিৎসা

৬৫২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ নাজিল করেন নাই, যার ঔষধ পয়দা করেন নাই। (বুখারী - আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৫৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কালজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে। (বুখারী, মুসলিম -আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৫৪. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হতে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা উহা ঠান্ডা কর। (বুখারী, মুসলিম - আয়েশা রাঃ)

৬৫৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (আলা জিহ্বা

www.bjilibrary.com

ফুলার) রোগের জন্য তোমরা অবশ্যই উদে হিন্দি ব্যবহার কর । এতে সাত রকমের রোগের নিরাময় আছে তন্মধ্যে পাঁজরের ব্যথা হল একটি । (বুখারী, মুসলিম- উম্মে কায়স রাঃ)

৬৫৬. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি মৃত্যু হতে রক্ষার কোন ওষুধ থাকত তবে সানা (এক প্রকার প্রসিদ্ধ ঘাস) এর মধ্যেই থাকত। (তিরমিযী. ইবনে মাজাহ - আসমা বিনতে ওমায়শ রাঃ)

৬৫৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হারাম ও নাপাক জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন । (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ , তিরমিযী - আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৫৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শরীরে আঘাত লাগলে, জখম হলে আমাকে উক্ত স্থানে মেহেদী লাগাতে নির্দেশ দিতেন । (তিরমিযী- সালমা রাঃ)

৬৫৯. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শরীর দাগায়, ঝাড় ফুক করায়, সে (আল্লাহর) তাওয়াক্কুল হতে দূরে চলে গেছে। (আহমাদ , তিরমিযী, ইবনে মাজাহ - মুগীরা ইবনে শোবা রাঃ)

৬৬০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাসে তিন দিন সকালে কিছু মধু চেটে খাবে সে কোন বড় ধরনের রোগে আক্রান্ত হবে না। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৬১. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাখী উড়া, ঢিল ছুড়া কোন কিছুতে অশুভ লক্ষণ মান্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ- কাতান ইবনে কাবিছা রাঃ)

৫৬২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোয়াচ লাগা, সফর মাস অশুভ হওয়া এবং ভূত প্রেতের ধারণার অস্তিত্ব নেই। (মুসলিম- জাবের রাঃ)

৬৬৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'অশুভ লক্ষণ শিরকী

www.bjilibrary.com

কাজ' কথাটি তিনবার বলেছেন। (আবু দাউদ. তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৬৬৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আর কখনো গণকদের কাছে যেওনা। (মুসলিম-মুআবিয়া ইবনে হাকাম রাঃ)

৬৬৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে যায়, তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হয় না। (মুসলিম - হাফসা রাঃ)

৬৬৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই আল্লাহতায়ালা আসমান হতে কোন বরকত নাজিল করেন তা দ্বারা একদল লোক কাফেরে পরিণত হয়। বৃষ্টি তো আল্লাহই বর্ষণ করে থাকেন, অথচ এক শ্রেণীর লোক বলে অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

স্বপ্ন

৬৬৭. রাসুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশভাগের এক ভাগ । (বুখারী মুসলিম- আনাস রাঃ)

৬৬৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে স্বপ্নে আমাকে দেখবে সে সত্যই আমাকে দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৬৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে খারাপ স্বপ্ন দেখে সে যেন বামদিকে তিন বার থুথু ফেলে এবং আল্লাহর কাছে শয়তান হতে তিনবার পানাহ চায় ও পাঁজর পরিবর্তন করে। (মুসলিম - জাবের রাঃ)

৬৭০. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভোর রাতের স্বপ্ন হল সবচেয়ে অধিক সত্য। (তিরমিযী, দারেমী- আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

www.bjilibrary.com

সালাম

৬৭১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে উত্তম কাজ ক্ষুধার্তকে খেতে দেয়া এবং চেনা বা অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া। (বুখারী, মুসলিম - আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৬৭২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচলন করবে । (তাহলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে)। (মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৭৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী উপবিষ্টকে ও কমসংখ্যক অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সালাম করবে। (বুখারী ,মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৭৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইহুদী নাসারাদিগকে আগে সালাম দিবে না, রাস্তায় চলার পথে যখন তোমাদের কারো সাথে দেখা হয় , তখন তাদের রাস্তার সংকীর্ণ পথ দিয়ে যেতে বাধ্য করবে। (মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৭৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহুদী সমন্বিত এক সমাবেশের নিকট দিয়া গমন কালে তাদেরকে সালাম করলেন(মুসলমানদেরকে নিয়ত করে সালাম দেয়া যায়)। (বুখারী, মুসলিম- উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ)

৬৭৬. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মজলুমদের ফরিয়াদ শ্রবণ কর আর পথভোলা ব্যক্তিকে পথ দেখাও। (আবু দাউদ- উমর রাঃ)

৬৭৭. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম দিবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করবে। (বায়হাকী- কাতাদাহ রাঃ)

৬৭৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কথাবার্তার আগেই সালাম করবে। (তিরমিযী- জাবের রাঃ)

www.bjilibrary.com

৬৭৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাস্তায় বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে (১) পথ ভোলাকে পথ দেখালে (২) সালামের জবাব দিলে (৩) চক্ষু বন্ধ রাখলে (পর্দার জন্য) (৪) বোঝা বহনকারীর সাহায্য করলে। (শরহে সুন্নাহ- আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৮০. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগে সালাম প্রদানকারী গর্ব ও অহংকার থেকে মুক্ত। (বায়হাকী- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৬৮১. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাম না করে তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না। (বায়হাকী- জাবের রাঃ)

৬৮২. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন দুজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাত করে ও মুসাফাহ করে , পৃথক হবার পূর্বেই তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ- বারা ইবনে আযিব রাঃ)

৬৮৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো হাত রোগীর কপালে অথবা হাতের উপরে রেখে জিজ্ঞাসা করবে কেমন আছে ? আর সালামের পূর্ণতা মুসাফাহা করা। (আহমাদ, তিরমিযী- আবু উমামা রাঃ)

৬৮৪. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জাফর ইবনে আবু তালেবের সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুম্বন দিলেন । (আবু দাউদ , বায়হাকী - আমের শাবী রাঃ)

৬৮৫. ফাতিমা (রাঃ) যখনই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে হাতে চুম্বন দিতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন (ফাতিমা (রাঃ) ও পিতাকে সেভাবে চুম্বন দিতেন)। (আবু দাউদ - আয়েশা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৬৮৬. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি শিশু আনা হলে তিনি শিশুটিকে চুম্বন দিলেন। (শরহে সুন্নাহ - আয়েশা রাঃ)

৬৮৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরস্পরে মুসাফাহা কর, অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। হাদিয়া আদান প্রদান কর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং বৈরীতা দুর হবে। (মালেক-আ'তা খোরাসানী রাঃ)

বসা ও শোয়া

৬৮৮. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে তার স্থান হতে উঠিয়ে পরে নিজেই উক্ত স্থানে বসবে না। বরং তোমরা স্থানটিকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে নিবে। (বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৬৮৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার বসার স্থান থেকে (প্রয়োজনে) উঠে যায়, অতপর ফিরে আসে তখন সে ঐ স্থানটির অধিক হকদার। (মুসলিম - আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৯০. সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে প্রিয় কেউ ছিল না। অথচ তারা যখন তাকে দেখতেন দাড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে তিনি ইহা পছন্দ করেন না। (তিরমিযী- আনাস রাঃ)

৬৯১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আনন্দ পায় যে লোকজন তার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় স্থির হয়ে থাকুক তবে সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামে বাসস্থান নির্ধারন করে নেয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী-মুয়াবিয়া রাঃ)

৬৯২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃদুইজনকে ফাঁক করে তাদের অনুমতি ব্যতীত উভয়ের মাঝখানে বসা জায়েয নয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ - আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

www.bjilibrary.com

৬৯৩. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এটা মুসলমানের হক য়খন তাকে তার মুসলমান ভাই দেখবে তখন তার জন্য কিছুটা সরে গিয়ে জায়গা দিবে। (বায়হাকী-ওয়াসিলা ইবনে খাত্তাব রাঃ)

৬৯৪. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কখনও এভাবে চিৎ হয়ে শুইবে না যে এক পা খাড়া করে আর এক পা তার উপরে রাখে। (মুসলিম - জাবের রাঃ)

৬৯৫. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পর নামাজের স্থানে বসে থাকতেন যে পর্যন্ত না ভালভাবে সুর্যোদয় হয়ে যেত। (আবু দাউদ - জাবের বিন সামুরা রাঃ)

৬৯৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা আল্লাহ পছন্দ করেন না। (তিরমিযী - আবু হুরায়রা রাঃ)

৬৯৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাদের উপর ঘুমাতে নিষেধ করেছেন যেখানে কোন ঘেরাও নেই। (তিরমিযী- জাবের রাঃ)

৬৯৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অভিশপ্ত ব্যক্তি মজলিসের মাঝখানে গিয়ে বসে। (তিরমিযী, আবু দাউদ- হোযাইফা রাঃ)

৬৯৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বোত্তম মজলিস উহাই যা প্রশস্ত হয়। (আবু দাউদ - আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

হাঁচি, হাই তোলা

৭০০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কারো হাই আসে তখন সে যেন তার হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে। কেননা শয়তান মুখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। (মুসলিম- আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

৭০১. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে আলহামদুলিল্লাহ।

পোশাক পরিচ্ছদ

www.bjilibrary.com

আর যে উত্তর দিবে সে যেন বলে ইয়ারহামোকাল্লাহ। অতঃ পর হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে ইয়াগফেরুল্লাহো লি ওয়ালাকুম। (তিরমিযী, আবু দাউদ - হেলাল ইবনে ইয়াসাফ রাঃ)

৭০২. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব তিনবার পর্যন্ত দাও। এর অধিক হাঁচি দিলে তোমার ইচ্ছা। জবাব দিতেও পার, নাও পার। (আবু দাউদ, তিরমিযী - উবায়দ ইবনে রিফায়া রাঃ)

৭০৩ .অট্টহাসিতে নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মুখ গহ্বর ও কণ্ঠতালু কখন ও দেখা যায় নাই। তিনি কেবল মুচকি হাসতেন। (বুখারী- আয়েশা রাঃ)

৭০৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসি হাসতে কাউকে দেখি নাই। (তিরমিযী- আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস রাঃ)

৭০৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন মুনাফিককে সরদার (নেতা) বল না। কেননা তোমরা যদি তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ কর তাহলে তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে। (আবু দাউদ-হোযাইফা রাঃ)

বক্তৃতা ও ভাষণ

৭০৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন কোন বক্তৃতা যাদুর মত। (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৭০৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিনে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম এবং সর্বাপেক্ষা নিকটতম সেই ব্যক্তিই হবে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (বায়হাকী -আবু সা'লাবা খোশানী রাঃ)

৭০৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন , কথা সংক্ষেপ করি। কেননা সংক্ষেপ কথাই উত্তম।(আবু দাউদ - আমর ইবনে আস রাঃ)

www.bjilibrary.com

৭০৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মধ্যে যা আছে (মুখ) এবং দুই পায়ের মধ্যে যা আছে (লজ্জাস্থান)তার জিম্মাদার হবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। (বুখারী -সাহল ইবনে সাদ রাঃ)

৭১০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানকে গাল মন্দ করা ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী । (বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৭১১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে কাফের বলবে তবে উহা তাদের যে কোন একজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারী. মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৭১২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গালির পাপ সেই ব্যক্তির উপরই বর্তিবে যে প্রথমে গালি দিয়েছে যে পর্যন্ত না নির্যাতিত ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে। (মুসলিম-আনাস রাঃ)

৭১৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অধিক লানতকারী কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী হতে পারবে না । (মুসলিম- আবু দারদা রাঃ)

৭১৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আপোষ মিমাংসা করে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়। সে ভাল কথাই বলে, উত্তম কথাই আদান প্রদান করে। (বুখারী , মুসলিম-উম্মে কুলসুম রাঃ)

৭১৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা অত্যাধিক প্রশংসাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম - মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাঃ)

৭১৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি সে যার অশ্লীলতার ভয়ে লোকেরা তাকে ত্যাগ করেছে। (বুখারী, মুসলিম- আয়েশা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৭১৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তার জন্য ধ্বংস (২ বার) যে জনতাকে হাসাবার জন্য মিথ্যা বলে। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী-বাহয ইবনে হাকীম রাঃ)

৭১৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিরব রয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে । (আহমাদ, তিরমিযী, বায়হাকী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৭১৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নাজাতের উপায় পেতে হলে (১) নিজের জিহ্বাকে আয়ত্ব রাখ, (২) নিজের ঘরে পড়ে থাক, (৩) নিজের পাপের জন্য কাঁদো। (আহমাদ, তিরমিযী - উকবা ইবনে আমের রাঃ)

৭২০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল যা প্রয়োজন নেই তা পরিহার করা। (মালেক, আহমাদ, ইবনে মাজাহ - আলী ইবনে হোসাইন রাঃ)

৭২১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দাহ মিথ্যা বলে তখন তার দুর্গন্ধে ফেরেশতা তার নিকট হতে এক মাইল দুরে চলে যায়। (তিরমিযী - আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৭২২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি ভর্ৎসনাকারী, অভিশম্পাতকারী, অশ্লীল গালমন্দকারী ও বেহায়া আচরণকারী হতে পারে না। (তিরমিযী- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৭২৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিরবতার উপর কায়েম থাকা ষাট বছরের (নফল) এবাদত থেকেও উত্তম। (বায়হাকী- ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ)

৭২৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি স্বভাব বহন করা খুবই সহজ কিন্তু মাপের পাল্লায় অতীব ভারী (১) দীর্ঘ নিরবতা (২) সচ্চরিত্রতা। (বায়হাকী- আনাস রাঃ)

৭২৫. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছয়টি কাজ জামানত দাও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হব ;(১)

www.bjilibrary.com

কথা বললে সত্য বলবে, (২) ওয়াদা করলে পূর্ণ করবে , (৩)আমানত রাখলে আদায় করবে , (৪) লজ্জাস্থান হেফাজত করবে (৫) দৃষ্টি অবনমিত রাখবে, (৬) হাতকে অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। (আহমাদ বায়হাকী- উবাদা ইবনে সামেত রাঃ)

গীবত

৭২৬. দুজন রোজাদার আসরের নামাজ পড়ল। তাদেরকে ডেকে নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালাম বললেন যাও পুনরায় ওজু কর, নামাজ পড়, রোজা পূর্ণ করে অন্য কোনদিন কাযা কর। কারণ তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ। (বায়হাকী - আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৭২৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গীবত ব্যভিচার হতেও জঘন্য। (বায়হাকী- আবু সায়ীদ রাঃ ও জাবের রাঃ)

৭২৮. (রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গীবতের কাফফারা হল , যার গীবত করা হয়েছে তার মাগফিরাত কামনা করা। (বায়হাকী- আনাস রাঃ)

৭২৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও ভক্ষণ করবে আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন খাওয়াবেন। (আবু দাউদ-মুসতাওরিদ রাঃ)

আচরণ

৭৩০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেক কাজ সমুহের অন্যতম নেক কাজ হল পিতার অবর্তমানে পিতার বন্ধু -বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা। (মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৭৩১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃযে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকার বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সে যেন তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (বুখারী মুসলিম - আনাস রাঃ)

www.bjilibrary.com

৭৩২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রেহেম শব্দটি রহমান হতে উদ্ভুত। তাই আল্লাহ বলেন , যে তোমাকে জুড়ে রাখে আমিও তাকে আমার সাথে জুড়ে রাখব, যে তোমাকে ছিন্ন করে আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিব। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৩৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী, মুসলিম - জুবাইর ইবনে মুতইম রাঃ)

৭৩৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুই তকদীরকে ফিরাতে পারে না। পুণ্য ব্যতীত কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না, কৃত পাপই মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে। (ইবনে মাজাহ - সাওবান রাঃ)

৭৩৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাতাপিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতাপিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত। (তিরমিযী- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৭৩৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী বিদ্যমান আছে । (বায়হাকী- আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ)

৭৩৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উপকার করে খোটাদানকারী ,মাতাপিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদ পান কারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (নাসায়ী, দারেমী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৭৩৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মীয়তা ছিন্নকারী পাপ এতই মারাত্মক যে তাকে খুব শীঘ্র পৃথবীতেও শাস্তি দেন এবং আখিরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা করে রাখেন। (তিরমিয়ী, আবু দাউদ - আবু বাকরাহ রাঃ)

৭৩৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার

www.bjilibrary.com

পিতামাতা উভয়ই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম। (আবু উমামা রাঃ)

৭৪০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি নেক সন্তান আপন মাতাপিতার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় আল্লাহ তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি মকবুল হজ্জ লিপিবদ্ধ করবেন। (বায়হাকী- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৭৪১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেমন পিতার অধিকার তার সন্তানের উপর রয়েছে তেমনই বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাইদের উপর রয়েছে। (বায়হাকী-সাঈদ ইবনে আ'স রাঃ)

৭৪২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা ও মিসকিনের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত। (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৪৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদারগণ পরস্পর একটি দেহের মত । যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (বুখারী মুসলিম-নুমান ইবনে বাশীর রাঃ)

৭৪৪. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর। ইহাতে তোমাদের সওয়াব দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম-আবু মুসা আশ আরী রাঃ)

৭৪৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃসে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার ক্ষতি হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকে। (মুসলিম - আনাস রাঃ)

৭৪৬. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত জিবরাইল প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন, এমন কি ধারণা হল যে অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৭৪৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকবে তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুই জনে চুপে চুপে কথা বলবে না। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৭৪৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একমাত্র হতভাগ্যদের অন্তর হতে রাহমাত (দয়ামায়া) বের করে দেয়া হয়। (আহমাদ, তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৪৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে যুবক বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারনে সম্মান করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নিয়োগ করবেন যে তাকে সম্মান করবে। (তিরমিযী-আনাস রাঃ)

৭৫০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের সেই ঘরটি উত্তম যেখানে ইয়াতীম আছে ও তার সাথে ভাল আচরণ করা হয় এবং মুসলমানদের ঐ ঘরটিই সব চেয়ে খারাপ যেখানে ইয়াতীম আছে আর তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৫১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার সন্তানকে একটি আদব শিক্ষা দেয়া এক সা' খাদ্য সাদকা করা অপেক্ষা উত্তম। (তিরমিযী-জাবের ইবনে সামুরা রাঃ)

৭৫২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো কোন দোষ দেখে উহাকে গোপন রাখল সে ঐ ব্যক্তির মতই যে জীবন্ত প্রোথিত কোন কন্যাকে বাঁচাল। (তিরমিযী-উকবা ইবনে আমের রাঃ)

৭৫৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই আপন ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরুপ। যখন সে তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখে তখন সে যেন উহা দূর করে দেয়। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৫৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ

www.bjilibrary.com

তায়ালার কাছে সেই সাথী-সঙ্গী উত্তম, যে নিজের সাথী-সঙ্গীর কাছে উত্তম (তিরমিযী, দারেমী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৭৫৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার কর। (আবু দাউদ-আয়েশা রাঃ)

৭৫৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে তুমি ভাল করেছ, তখন তুমি (বুঝবে যে) অবশ্যই ভাল কাজ করেছ। (ইবনে মাজাহ-ইবনে মাসউদ রাঃ)

৭৫৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন্ ঃ ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে পেট ভর্তি করে খায় আর তার পাশে প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে (বায়হাকী-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

৭৫৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মজলুমের ফরিয়াদে সাহায্য করবে আল্লাহ তার জন্য ৭৩টি মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করবেন। তার একটি মাগফিরাত হবে তার সকল কাজের সংশোধন, আর ৭২টি কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ। (বায়হাকী-আনাস রাঃ)

৭৫৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হৃদয় কঠিন থেকে নরম করার জন্য ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াও। (আহমাদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৬০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যতীত সাথী বানাইও না, আর পরহেযগার ব্যতীত কেউ যেন তোমার খানা না খায়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী-আবু সাঈদ রাঃ)

৭৬১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক বান্দাহ আর এক বান্দাহকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করল সে যেন তার মহীয়ান রবকে সম্মান করল। (আহমাদ-আবু উমামা রাঃ)

৭৬২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। (ইবনে মাজাহ-আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

৭৬৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃকোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে তিন দিনের অধিক সে অপর কোন ভাইকে ত্যাগ করে। (বুখারী, মুসলিম-আবু আইউব আনসারী রাঃ)

৭৬৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন অবস্থা ব্যতীত মিথ্যা বলা হালাল নয়-(১)নিজ স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য (২) যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে (৩) বিবাদমান পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসার জন্য। (আহমাদ, তিরমিযী-আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ)

৭৬৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হিংসা থেকে বেঁচে থেকো। আগুন কাঠকে যেভাবে খেয়ে ফেলে অনুরুপ হিংসা-বিদ্বেষ নেক আমলকে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৬৬. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আপোষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মত মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাক কেননা ইহা মুন্ডনকারী। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৬৭. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বাপেক্ষা জঘন্য সুদ হল অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-সম্মানের উপর আক্রমণ করা। (আবু দাউদ, বায়হাকী-সাঈদ ইবনে যায়েদ রাঃ)

৭৬৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভাল ধারণা পোষণ করাও উত্তম এবাদত। (আহমাদ, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৬৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম চালচলন, ধীরস্থিরতা এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের ২৪ ভাগের এক ভাগ। (তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস রাঃ)

৭৭০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম জীবিকার অর্ধেক। (বায়হাকী-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৭৭১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ

www.bjilibrary.com

কোমল। তিনি কোমলতাকেই ভালবাসেন। (মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৭৭২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জার সর্বাংশই উত্তম। (বুখারী, মুসলিম- ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ)

৭৭৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার কাছে ভাল যার চরিত্র (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৭৭৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের স্থান জান্নাত। আর নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ, দুশ্চরিত্রের স্থান জাহান্নাম। (আহমাদ, তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৭৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদারগণ উত্তম চরিত্র দ্বারা রাত্র জাগরনকারী ও দিনের বেলায় রোজা পালনকারীর ন্যায় মর্যাদা লাভ করবে। (আবু দাউদ-আয়েশা রাঃ)

৭৭৬. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদার হয় সরল ভদ্র, পক্ষান্তরে পাপী হয় ধুর্ত ও হীন চরিত্রের। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৭৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদারগণ নাকে রশি লাগানো উটের মত সহজ সরল ও কোমল স্বভাবের হয়। (তিরমিযী-মাকহুল রাঃ)

৭৭৮. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মানুষের সাথে মিলামিশা করে এবং তাদের জ্বালাযন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করে সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে তাদের সাথে মেলামেশা করে না ও যন্ত্রণাও সহ্য করে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-ইবনে উমর রাঃ)

৭৭৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম চরিত্রের পুর্ণতার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। (মুত্তয়াত্তা-মালেক রহঃ)

৭৮০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি আমাকে

www.bjilibrary.com

উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছ অতএব আমার স্বভাব চরিত্রও উত্তম কর। (আহমাদ-আয়েশা রাঃ)

৭৮১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তিই কামেল মুমিন। (আবু দাউদ, দারেমী-আবু হুরায়রা রাঃ)

ল।

৭৮২. এক ব্যক্তি কয়েকবার উপদেশ চাইলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একই জবাব দিলেন রাগ করো না, রাগ করো না। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৮৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে রাই পরিমান অহংকার থাকবে। (মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৭৮৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) মিথ্যাবাদী শাসক (৩) অহংকারী ভিক্ষুক-আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি পাবে না এবং এদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৮৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো রাগ আসে তখন দাঁড়ানো থাকলে সে যেন বসে যায়। এতেও রাগ না গেলে যেন শুয়ে পড়ে। (আহমাদ, তিরমিযী-আবু যার রাঃ)

৭৮৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর দৃষ্টিতে ক্রোধের ঢোকের চেয়ে উত্তম ঢোক আর নেই, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে। (আহমাদ-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৭৮৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয় সেই আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাহ। (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৮৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি মজলুমের বদ দোআ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। (বায়হাকী-আলী রাঃ)

www.bjilibrary.com

৭৮৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয় আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের লোকেরা তার পাপ বন্ধ করে না, মৃত্যুর পূর্বেই তাদের উপর আল্লাহর আযাব পতিত হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ)

৭৯০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরহেযগার ব্যক্তি ও উহাদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দিতে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন। কারণ তার সামনে পাপাচার হতে দেখেও তার চেহারা মলিন হয়নি। (বায়হাকী-জাবের রাঃ)

মর্মস্পর্শী বাণী

৭৯১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৯২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামকে কামনা বাসনা লোভ লালসা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ মুসীবত দ্বারা। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৯৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! এবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৭৯৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর কাছে মাছির একটি পাখার মত হত তাহলে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোকও পানি পান করাতেন না। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-সাহল ইবনে সা'দ রাঃ)

৭৯৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃতোমরা বাগবাগিচা ক্ষেত খামার গ্রহন করো না। অন্যথায় তোমরা দুনিয়ার

www.bjilibrary.com

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। (তিরমিযী,বায়হাকী-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৭৯৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে আখিরাতকে ভালবাসে সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। (আহমাদ, বায়হাকী-আবু মুসা রাঃ)

৭৯৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে বকরীর পালের মাধ্যে ছেড়ে দিলে ততটুকু ক্ষতি করে না, যতটুকু ধন-সম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে। (তিরমিযী, দারেমী-কাব ইবনে মালেক রাঃ)

৭৯৮. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের (১)বসবাসের একখানা ঘর (২) লজ্জাস্থান ঢাকার একটা কাপড় (৩) শুকনা রুটী (৪) কিছু পানি-এ চারটি ব্যতীত আর কিছুই রাখার হক নাই। (তিরমিযী-উসমান রাঃ)

৭৯৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঢেকুর কম কর। কেননা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই বেশী ক্ষুধার্ত হবে যে দুনিয়াতে খুব বেশী পরিতৃপ্ত হয়েছে। (শরহে সুন্নাহ, তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৮০০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঘরবাড়ী তৈরীতে হারাম মাল (জিনিষ) লাগানো থেকে বেঁচে থাক। কেননা উহা হল ধ্বংসের মূল। (বায়হাকী-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ)

৮০১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কেউ মরে তখন ফেরেশতারা বলেন, সে পরকালের জন্য কি পাঠিয়েছে? আর মানুষেরা (ওয়ারিশগণ) বলে, সে কী রেখে গেছে? (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮০২. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি

www.bjilibrary.com

নামাজে দাঁড়াবে তখন সেই নামাজকে জীবনের শেষ নামাজ মনে করবে। (আহমাদ-আবু আইউব আনসারী রাঃ)

৮০৩. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দাহকে দেখবে যে তাকে দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও স্বল্পালাপনী গুণ দান করা হয়েছে তখন তার নৈকট্য লাভ কর। (বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮০৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দূর্বল ব্যক্তিদের ওসীলায় ও তাদের দোয়ায় তোমাদিগকে সাহায্য করা হয় ও রিযিক দেয়া হয়। (বুখারী-মুসআব ইবনে সা'দ রাঃ)

৮০৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম অধিকাংশই গরীব, মিসকীন। জাহান্নামে তাকিয়ে দেখলাম অধিকাংশই নারী সম্প্রদায়। (বুখারী, মুসলিম-উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ)

৮০৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৮০৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গরীবেরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে-আর তা হবে কিয়ামতের অর্ধ দিন। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮০৮. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আয়েশা! মিসকিনদিগকে ভালবাস, তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিও, ফলে আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন নিকটে রাখবেন। (তিরমিযী, বায়হাকী-আনাস রাঃ)

৮০৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গরীব মুহাজিরদের অসিলায় বিজয় কামনা করতেন। (শরহে সুন্নাহ-উমাইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আসীদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

৮১০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে দারিদ্রতা তার কাছে বন্যার পানির গতি অপেক্ষা দ্রুতগতিতে পৌঁছে। (তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাঃ)

৮১১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাল সম্পদের স্বল্পতাকে আদম সন্তান অপছন্দ করে অথচ মালের স্বলতার জন্যই হিসাব নিকাশ কম হবে (কিয়ামতে খুশী হবে)। (আহমাদ-মাহমুদ ইবনে লবীদ রাঃ)

৮১২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার চক্ষুর শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে। (আহমাদ, নাসায়ী-আনাস রাঃ)

৮১৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজেকে বিলাসিতা থেকে বাঁচিয়ে রেখ। কেননা আল্লাহর খাস বান্দাগণ বিলাসী জীবন যাপন করেন না। (আহমাদ-মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ)

৮১৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত এবং আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন। (বায়হাকী-আলী রাঃ)

আশা আকাংখা

৮১৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান তো বৃদ্ধ হয় কিন্তু দুটি জিনিস তার মাঝে জওয়ান হয় (১) সম্পদের মোহ এবং (২) দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৮১৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ওযরের অবকাশ রাখেন না, যার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে ষাট বছরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮১৭. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবন যাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর। (বুখারী-ইবনে উমর রাঃ)

www.bjilibrary.com

৮১৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পেশাব করার পর মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতেন। জিজ্ঞেস করা হল পানিতো আপনার নিকটেই (এরপর তায়াম্মুম কেন ?), তিনি বলতেন আমি কিরুপে জানব (মৃত্যু আসার আগে) আমি সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কি-না? (শরহে সুন্নাহ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৮১৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার উম্মতের বয়সসীমা ষাট হতে সত্তর বছর পর্যন্ত (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮২০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের বয়স ষাট হতে সত্তর বছরের মধ্যবর্তী এবং এমন লোকের সংখ্যা কম হবে যারা উহা অতিক্রম করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮২১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে উত্তম সে যার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং আমল ভাল থাকে। (আহমাদ, তিরমিযী-আবু বাকরা রাঃ)

৮২২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নিজের নফসকে আয়ত্বাধীন রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জন্য নেকীর পুঁজি সংগ্রহ করেছে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-শাদ্দাদ ইবনে আওস রাঃ)

৮২৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা (১) মন্ত্রতন্ত্র করায় না (২) অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না (৩) আল্লাহর উপর ভরসা রাখে। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৮২৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মোমিনের প্রতিটি কাজই কল্যাণকর-ইহা মোমিনের বৈশিষ্ট্য। স্বচ্ছলতা অর্জিত হলে শোকর করে-যা তার জন্য কল্যাণকর। কোন বিপদ আসলে সে সবর করে ইহাও তার জন্য কল্যাণকর। (মুসলিম-সুহায়ব রাঃ)

www.bjilibrary.com

৮২৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখ তবে তোমাদের ঐ রূপ রিযিক দান করবেন যেমন পাখিকে দিয়ে থাকে। ভোরে খালি পেটে বের হয়, ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-উমর ইবনে খাত্তাব রাঃ)

৮২৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাহর রিযিক তাকে এভাবে খুঁজে বেড়ায় যেমন তার মৃত্যুকাল তাকে খোঁজ করে। (আবু নুয়াইম-হিল ইয়াহ গ্রন্থ-আবু দ্দারদা রাঃ)

রিয়া (লোক দেখানো কাজ)

৮২৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ জামানায় কিছু সংখ্যক লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া হাসিল করবে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮২৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'রিয়া'-এর সামান্য পরিমাণও শিরক। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী-উমর রাঃ)

৮২৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক দেখানো নামাজ পড়ল সে শিরক করল। যে দেখানোর নিয়াতে রোজা রাখল সে শিরক করল। যে দেখানোর জন্য দান খায়রাত করল সেও শিরক করল। (আহমাদ-শাদ্দাদ ইবনে আত্তস রাঃ)

৮৩০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পর আমার উম্মতেরা প্রচ্ছন্ন শিরক গোপন প্রবৃত্তিতে জড়ায়ে যাবে। তারা সুর্য, চন্দ্র, পাথর মুর্তি পুজা করবে না কিন্তু মানুষকে দেখানোর নিয়াতে আমল করবে এটাই প্রচ্ছন্ন শিরক। আবার রোযা অবস্থায় ভোর করে প্রবৃত্তির চাহিদা পেয়ে রোজা ত্যাগ করবে। (আহমাদ, বায়হাকী-শাদ্দাদ ইবনে আত্তম রাঃ)

৮৩১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে এ কারণে নামাজকে দীর্ঘায়িত করে যে তার নামাজ কোন ব্যক্তি দেখছে এটাই শিরকে খফী। (ইবনে মাজাহ-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

www.bjilibrary.com

ভয় ও কান্না

৮৩২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে কাঁদতে বেশী, হাসতে কম। (বুখারী-আবু হোরায়রা রাঃ)

৮৩৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি নিজেও জানি না আখেরাতে আমার সাথে কি রকম আচরণ করা হবে। ইহাও জানি না যে তোমাদের সাথে কি করা হবে অথচ আমি হলাম আল্লাহর রাসূল। (বুখারী-উম্মুল আ'লা আনসারিয়া রাঃ)

৮৩৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের মত ভয়ংকর জিনিস আমি কখনও দেখি নাই-যা হতে পলায়নকারীগণ ঘুমিয়ে আছে। জান্নাতের মত আনন্দদায়ক জিনিস আমি কখনও দেখি নাই যার অন্বেষণকারীগণ ঘুমিয়ে আছে। (তিরমিযী-আবু হোরায়রা রাঃ)

৮৩৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাহকে সেই অবস্থায় উঠানো হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

৮৩৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা, শামস আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। (তিরমিযী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

মানুষ ও যুগের পরিবর্তন

৮৩৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভাল ও নেককার লোকেরা (পর্যায়ক্রমে) একের পর এক চলে যাবে। অবশিষ্টরা যব ও খেজুরের চিটার ন্যায় থেকে যাবে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করবেন না। (বুখারী-মিরদাস আসলামী রাঃ)

৮৩৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন একটি

www.bjilibrary.com

যুগ অতি নিকটবর্তী যখন মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী যা নিয়ে সে পাহাড়ের বৃষ্টিভূমিতে আশ্রয় নিবে। ফেতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য চলে যাবে। (বুখারী-আবু সাঈদ রাঃ)

৮৩৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফিতনার সময় এবাদতে মশগুল থাকার সওয়াব আমার দিকে হিজরত করে আসার সমতুল্য। (মুসলিম-মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাঃ)

৮৪০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানগণ ইহুদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৪১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তি লোকদিগকে লাঠি দ্বারা শাসন করবে। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৪২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্থিব উন্নতি মদীনা শরীফ ধ্বংস হওয়ার কারণ হবে আর মদীনার ধ্বংস নানা ফিতনা ও মহাযুদ্ধের সূচনা করবে। (আবু দাউদ-মু'আয ইবনে জাবাল রাঃ)

৮৪৩. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হাবসীদের এড়িয়ে চল যতক্ষণ তারা তোমাদের উপর আক্রমন না করে কেননা ক্ষুদ্র পা বিশিষ্ট এক হাবশী ব্যক্তিই কাবা শরীফের নীচের গুপ্ত সম্পদ বের করবে। (আবু দাউদ-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

কিয়ামতের আলামত

৮৪৪. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাজের দায়িত্ব (আমানত) যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৪৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ জামানায় এমন এক খলীফা হবেন যিনি মাল সম্পদ বন্টন করবেন আর উহা গণনাও করবেন না। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

www.bjilibrary.com

৮৪৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী উন্মুক্ত হয়ে (শুকিয়ে) যাবে এবং তার তলদেশে সোনার খনি বের হবে। সেখানে যে উপস্থিত হবে সে যেন উহা হতে কিছুই না নেয়। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৪৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত আসার প্রথম নিদর্শন হল এমন এক আগুন বের হবে উহা মানুষকে পূর্ব দিক হতে তাড়িয়ে পশ্চিম দিকে নিয়ে একত্রিত করবে। (বুখারী-আনাস রাঃ)

৮৪৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছয়টি লক্ষণ বের হবার আগেই নেক আমল অর্জনে তৎপর হও- (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জাল (৩) দাব্বাতুল আরয (৪) সূর্য পশ্চিমে উঠা (৫) সর্বগ্রাসী ফেৎনা (৬) ব্যক্তি বিশেষের উপর ফিতনা। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৪৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই ঈসা ইবনে মরিয়ম ন্যায় পরায়ন শাসক রূপে অবতরণ করবেন। তিনি শূল ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজিয়া প্রথা রহিত করবেন। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৫০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বর্তমানে এ ভূপৃষ্ঠে যে ব্যক্তিই বেঁচে আছে একশত বছর অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। (মুসলিম-জাবের রাঃ)

৮৫১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে যখন জমীনের মধ্যে আল্লাহ বলার মত কেউ থাকবে না। (মুসলিম-আনাস রাঃ)

৮৫২. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে। (মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

৮৫৩. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যিনি

www.bjilibrary.com

(আল্লাহ) দুনিয়াতে মানুষকে দুই পায়ে চালিয়েছেন তিনি কিয়ামতের দিন (কাফেরদেরকে) মুখের উপর চালিত করবেন। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৮৫৪. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে এমন কি তাদের ঘাম জমীনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছেয়ে যাবে, এমন কি উহা তাদের কর্ণদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছে লাগামে পরিণত হবে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৫৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাঁচাই করা হবে সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৮৫৬. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানব মন্ডলীকে একটি ময়দানে একত্রিত করা হবে। একজন ঘোষক ঘোষণা করবে ঐ সমস্ত লোকেরা কোথায় যারা আরামের বিছানা হতে নিজেদের পার্শ্বকে দূরে রেখেছিল? তখন অল্প কিছু সংখ্যক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশিষ্ট সকলের হিসাব নেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। (বায়হাকী-আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ)

জান্নাত ও জাহান্নাম

৮৫৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার নিজের বাড়ী যেমনিভাবে চিনত সে জান্নাতে তার স্থান উহা অপেক্ষা ভালরূপে চিনতে পারবে। (বুখারী-আবু সাঈদ রাঃ)

৮৫৮. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমস্ত মানুষ (পুলসিরাত অতিক্রমের সময়) জাহান্নামে উপস্থিত হবে এবং আমল অনুপাতে নাজাত পাবে। সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক বিদ্যুৎ গতিতে, কেহ প্রচন্ড বাতাসের বেগে, কেহ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেহ উটের গতিতে, কেহ মানুষের দৌড়ের গতিতে অতঃপর পায়ে

www.bjilibrary.com

হাঁটার গতিতে (উহা অতিক্রম করবে)। (তিরমিযী, দারেমী-ইবনে মাসউদ রাঃ)

৮৫৯. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে-(১) নবীগণ (২) আলেমগণ (৩) শহীদগণ। (ইবনে মাজাহ-ওসমান ইবনে আফফান রাঃ)

৮৬০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি চাবুক রাখার পরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও উহার মধ্যে যা কিছু আছে তা হতে উত্তম। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৬১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি জান্নাতবাসিনী কোন (হুর) নারী পৃথিবীর পানে উঁকি দেয় তবে সমগ্র জগতটা আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান জমীনের মধ্যকার স্থান সুগন্ধিতে মোহিত করে ফেলবে। তাদের মাথার উড়নিও গোটা দুনিয়া ও তার সম্পদ রাশি থেকে উত্তম। (বুখারী-আনাস রাঃ)

৮৬২. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সায়হান, জায়হা, ফোরাত, নীল-এ নদীগুলি জান্নাতের নহর। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৬৩. একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ পেতে চাই। এটা ছাড়া আর কি চাও? আমি বললাম আমি অন্য কিছু চাই না, ওটাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন, তা'হলে বেশী করে নামাজ পড়ে আমার সহায়তা করো। (মুসলিম-রাবেয়া ইবনে কায়াব রাঃ)

৮৬৪. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের একশত স্তর আছে। যদি সারা বিশ্বের লোক একত্রিত হয়ে একটিতে

www.bjilibrary.com

সমবেত হয় তবুও উহা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিযী-আবু সাঈদ রাঃ)

৮৬৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণ কেশবিহীন, দাড়ি বিহীন, সুরমায়িত চক্ষু বিশিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বয়সসীমার মত (অবস্থায়) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী-মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ)

৮৬৬. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা একশত বিশ কাতার হবে। তন্মধ্যে আশি কাতার হবে এই উম্মতের আর চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মতের। (দারেমী, তিরমিযী, বায়হাকী-বুরাইদা রাঃ)

৮৬৭. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ শাস্তি হবে আবু তালেবের। তার দু পায়ে দুখানা আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। ফলে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। (বুখারী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৮৬৮. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান, জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা মদিনার ব্যবধান পরিমাণ। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৬৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে সাউদ নামে একটি পাহাড় আছে। সত্তর বছর ধরে কাফেরকে তাতে উঠানো হবে, তথা হতে তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ অবস্থায় সর্বদা উঠা নামা চলতে থাকবে। (তিরমিযী-আবু সাঈদ রাঃ)

৮৭০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের এক বালতি পুজ-রক্ত যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তবে গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দিবে। (তিরমিযী-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৮৭১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মানুষ

www.bjilibrary.com

সকল! তোমরা আল্লাহর ভয়ে বেশী বেশী ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও তবে কান্নার রূপ ধারণ কর। কেননা জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে কাঁদতে থাকবে এবং তাদের চোখের পানি নালার ন্যায় বের হবে। অশ্রু শেষ হয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়ে চোখে এমন গভীর ক্ষত সৃষ্টি হবে যে যদি তাতে নৌকা চালাতে চাও তবে তাও চলবে। (শরহে সুন্নাহ-আনাস রাঃ)

৮৭২. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের নালার মধ্যে হাবহাব নামে একটি গর্ত আছে। প্রত্যেক স্বৈরাচারী অহংকারীকে সেখানে রাখা হবে। (দারেমী-আবু বুরদাহ রাঃ)

৮৭৩. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই হতভাগ্য জাহান্নামী হবে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে না এবং তার নাফরমানীর কাজ ত্যাগ করে না। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৭৪. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর আরশের উপর লিখিত আছে- আমার রহমত আমার গজবের উপর সর্বদাই অগ্রগামী। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

নবীদের আলোচনা

৮৭৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বালকটিকে হযরত খিজির হত্যা করেছিলেন সে ছিল জন্মগত কাফের। যদি সে বেঁচে থাকত তাহলে সে পিতামাতাকে নাফরমানী ও কুফরের মধ্যে ফেলে দিত। (বুখারী, মুসলিম-উবাই ইবনে কা'ব রাঃ)

৮৭৬. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত যাকারিয়া (আঃ) ছুতার মিস্ত্রী ছিলেন। (মুসলিম আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৭৭. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মোমিন (কামেল) আল্লাহর নিকট কোন কোন ফেরেশতা থেকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৮৭৮. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের সরদার হব। আমি সকলের আগে কবর থেকে উঠব। সকলের পূর্বে আমিই সুপারিশ করব এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াত কবুল করা হবে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৭৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশী এবং আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলিয়ে নিব। (মুসলিম-আনাস রাঃ)

৮৮০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রহমত। (দারেমী, বায়হাকী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৮১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আমি এক নাগাড়ে দশ বছর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাকে উহ শব্দটি পর্যন্ত বলেন নি। এমনকি একাজ কেন করেছ আর ইহা কেন করনি-এমন কথাও কোনদিন বলেননি। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৮৮২. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে, তিনি না বলেননি। (বুখারী, মুসলিম-জাবের রাঃ)

৮৮৩. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন- আমাকে অভিশম্পাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি, আমাকে রহমত স্বরূপ পাঠানো হয়েছে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৮৮৪. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতেন, জানাযার সঙ্গে যেতেন, গোলামদের দাওয়াত কবুল করতেন এং গাধায় সওয়ার হতেন। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী-আনাস রাঃ)

৮৮৫. অধিক সময় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকতেন। (শরহে সুন্নাহ-জাবের ইবনে সামুরা রাঃ)

৮৮৬. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করতেন, নিরর্থক কথা খুব কমই বলতেন, নামাযকে

www.bjilibrary.com

দীর্ঘায়িত করতেন, কিন্তু খুতবা সংক্ষেপে দিতেন। তিনি কোন বিধবা নারী, কিংবা গরীব মিসকিনদের সাথে চলতে কোন রকম সংকোচ করতেন না। এমন কি তাদের প্রয়োজন মিটাতেন। (নাসাঈ, দারেমী-আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ)

৮৮৭. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মক্কার ঐ পাথরকে এখনও চিনি যে আমার নবুয়াত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। (মুসলিম-জাবের ইবনে সামুরা রাঃ)

৮৮৮. নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি উভয় খন্ডের মাঝখানে লোকেরা হেরা পর্বত দেখতে পেল। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

আরব-কুরাইশ

৮৮৯. ওফাতের পর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দিনার, দিরহাম, বকরী, উট, কিছুই রেখে যাননি। (মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

৮৯০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরাইশকে অপমানিত করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তায়ালাই তাকে অপমানিত করবেন। (তিরমিযী-সা'দ রাঃ)

৮৯১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত নিকটবর্তী হবার একটি আলামত হল আরবদের ধ্বংস হওয়া। (তিরমিযী-তালহা ইবনে মালেক রাঃ)

৮৯২. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শাসন কর্তৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে থাকবে, যতদিন তাদের দুজন লোকও অবশিষ্ট থাকবে। (বুখারী, মুসলিম-ইবনে ওমর রাঃ)

৮৯৩. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জেনে রেখ হে আবু বকর। আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৮৯৪. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে ওমার ইবনুল খাত্তাবই হতেন। (তিরমিযী-উকবা ইবনে আমের রাঃ)

৮৯৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জানি না কতদিন আমি তোমাদের মাঝে থাকব। সুতরাং আমার পরে তোমরা আবু বকর এবং ওমরের অনুসরণ করিও। (তিরমিযী-হোযাইফা রাঃ)

৮৯৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আকাশবাসী হতে আমার দুজন উযীর ছিলেন জিবরাইল ও মিকাইল। জমীনবাসী হতে দুজন উযীর ছিলেন আবু বকর এবং ওমার। (তিরমিযী-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৮৯৭. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই একজন রফিক (সাথী) আছেন, আর জান্নাতে আমার রফিক হবেন ওসমান। (তিরমিযী-তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাঃ)

৮৯৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। (আহমাদ, তিরমিযী-যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ)

৮৯৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুই হাত তুলে এভাবে দোয়া করতে শুনেছি-ইয়া আল্লাহ! আলীকে অভিযান থেকে পুনরায় আমাকে না দেখাবার পূর্ব পর্যন্ত তুমি আমার মৃত্যু দান করো না। (তিরমিযী-উম্মে আতীয়া রাঃ)

৯০০. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়দ জান্নাতী, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ)

৯০১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আয় আল্লাহ!

www.bjilibrary.com

তুমি সাদের দোয়া কবুল কর যখনই সে দোয়া করে। (তিরমিযী-সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস রাঃ)

৯০২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফাতেমা আমার (দেহের) একটি টুকরা, যে তাকে রাগান্বিত করবে সে নিশ্চয়ই আমাকে রাগান্বিত করবে। (বুখারী, মুসলিম-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাঃ)

৯০৩. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ হলেন সমগ্র নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (বুখারী, মুসলিম-আলী রাঃ)

৯০৪. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাসান ও হোসাইন দুইজনই যুবক জান্নাতীদের সরদার। (তিরমিযী-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৯০৫. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন অধ্যয়ন কর- (১) আবুদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (২) সালেম (৩) উবাই ইবনে কা'ব (৪) মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

৯০৬. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সা'দ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছিল। (বুখারী, মুসলিম-জাবের রাঃ)

৯০৭. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন, আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ মুনাফেকীর চিহ্ন। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৯০৮. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আনসার ও আনসারদের সন্তান সন্ততি এবং তাদের সন্তানদের সন্তান সন্ততিদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। (মুসলিম-যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ)

৯০৯. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আজ যমীনবাসীর মধ্যে তোমরাই (হোদায়বিয়ার ১৪শত মুসলমান) শ্রেষ্ঠ। (বুখারী, মুসলিম-জাবের রাঃ)

www.bjilibrary.com

৯১০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে-আলী, আম্মার ও সালমান (রাযিআল্লাহু আনহুম) (তিরমিযী-আনাস রাঃ)

৯১১. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার (হযরত জাবের (রাঃ) এর) জন্য পঁচিশবার মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন। (তিরমিযী-জাবের রাঃ)

৯১২. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাতবার সুসংবাদ ঐ লোকদের জন্য যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান এনেছে। (আহমাদ-আবু উমামা রাঃ)

হাদীসে কুদসী

৯১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেনঃ "বান্দাহ যখন আমার প্রতি হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার প্রতি দৌড়ে ছুটে যাই"। (বুখারী-আনাস রাঃ)

৯১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাহ যখন আমাকে নির্জনে নীরবে স্মরণ করে, আমিও তাকে নীরবে স্মরণ করি, যখন সে বড় জামায়াতে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে অনেক বিরাট সমাবেশে স্মরণ করি। (তাবারাণী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৯১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যখন আমি দুনিয়াতে আমার বান্দাহর দুটি চোখ কেড়ে নিই তথাপি সে আমার প্রশংসা করে, তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান নেই। (তিরমিযী-আনাস রাঃ)

৯১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যদি আমার কোন বান্দাহ নেক কাজ করার সিদ্ধান্ত করে অথচ তা করল না, আমি তার বিনিময়ে একটি নেকী লিখি। যদি সে তা করে তবে তার জন্য দশ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত অধিক নেকী আমল নামায় লিখে থাকি। (ইবনে হিব্বান-আবু দারদা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৯১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমার ক্রোধ কঠোরতম হয় সেই ব্যক্তির উপর যে এমন ব্যক্তির উপর অত্যাচার করে যার জন্য আমি ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী নেই। (তাবারানী-আলী রাঃ)

৯১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমার নেক বান্দাহদের জন্য এমন সব ব্যবস্থা আমি করেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, এমনকি মানুষের অন্তরে কল্পনাও আসেনি। (আহমাদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে লোক নির্ধারিত সময়ে যত্ন সহকারে পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবো। (ইবনে মাজাহ-কাতাদা রাঃ)

৯২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমার প্রকৃত বন্ধু তারা যারা সর্বদা আমাকে স্মরণ করে এবং আমিও তাদেরকে স্মরণ করি। (তাবারানী-আমর রাঃ)

৯২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ পৃথিবীতে মসজিদ সমূহ আমার বাসস্থান আর তথায় আগমনকারীগণই আমার সত্যিকার দর্শনার্থী। (আবু নাঈম-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৯২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাহর ব্যাপারে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যদি সে নির্ধারিত সময়ে নামাজ কায়েম করে আমি তাকে শাস্তি দিব না, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিব। (হাকেম-আয়েশা রাঃ)

৯২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি তওবা করে তাকে কবুল করা হয়। (তাবারানী-ওয়াকেদ রাঃ)

www.bjilibrary.com

৯২৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন আমার কোন দাসের প্রাণের আকাংখা হয় আমার সাক্ষাত লাভ, তখন আমিও তার সাক্ষাতকে ভালবাসি। আর যখন কেউ আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, তখন আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি। (সহীহ আল-বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯২৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ জিন ও ইনসানকে নিয়ে আমি এক চরম পরীক্ষায় লিপ্ত। আমি সৃষ্টি করি অথচ তারা অন্যের হুকুম মানে (এবাদত করে)। আমি রিজিক দান করি অথচ অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (বাইহাকী-আবু দারদা রাঃ)

৯২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমিই সম্মান দাতা, যে ব্যক্তি সম্মান পেতে চায় সে যেন সম্মানদাতার আনুগত্য করে। (খতিব-আনাস রাঃ)

৯২৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বানাতে ভয় করে আমি তাকে ক্ষমা করি। (আহমাদ-তিরমিযী)

৯২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ আমার রহমত আমার গজবের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। অতঃপর যে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার বান্দাহ ও রাসূল- তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (দাইলামী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৯২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ রেহেম (আত্মীয়তা) রক্ষা করা আমার বৈশিষ্ট। যে ব্যক্তি তার নিকটবর্তী হল আমিও তার নিকটবর্তী হলাম। যে ব্যক্তি তা বিচ্ছিন্ন করল আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করলাম। (তাবারানী-আমর ইবনে রাবিয়া রাঃ)

৯৩০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ

www.bjilibrary.com

নিশ্চয়ই রোজা জাহান্নামের ঢাল স্বরুপ এবং রোজা আমার জন্যই। আমিই তার প্রতিদান দিব। (তাবারানী, আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই সম্মান আমার চাদর এবং অহংকার আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি আমার চাদর ও পরিধেয় ধরে টানাটানি করে তাকে আমি কঠোর শাস্তি দিব। (মুসলিম-আবু সাঈদ রাঃ)

৯৩২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে লোক আমার সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মসমর্পণ করল, আমার নির্দেশের প্রতি সন্তুষ্ট রইল, আমার দেয়া বালা মসিবতে সবর করল, কিয়ামতের দিন আমি তাকে সত্যবাদীদের সাথে উঠাব । (দাইলামী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৯৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ আমার ভালবাসা অপরিহার্য ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা একমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্যই পরস্পর ভালবাসায় আবদ্ধ হল। (বায়হাকী-উবাদা ইবনে সামেত রাঃ)

৯৩৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ আমার সত্যিকার মুমেন বান্দা আমার নিকট ফেরেস্তার চেয়েও বেশী প্রিয়তম। (তাবারানী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৩৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ আমাকে ডাকার পূর্বে ভাল কাজের নির্দেশ দাও , মন্দ কাজ বন্ধ করার চেষ্টা কর, নইলে আমি উত্তর দিব না। আমার কাছে চাইবে কিন্তু আমি দান করব না। আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে আমি সাহায্য করব না। (দাইলামী-আয়েশা রাঃ)

৯৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার রাগের মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করে , আমিও তাকে তেমনিভাবে রাগের মুহূর্তে স্মরণ করি। (দাইলামী-আনাস রাঃ)

৯৩৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ

www.bjilibrary.com

যে ব্যক্তি আমার ঘরে (কা'বা ঘরে) অথবা রাসূলুল্লাহর মসজিদে অথবা বায়তুল মাকদাসে জিয়ারত করল অতঃপর মৃত্যুবরণ করল সে শহীদের মর্যাদা লাভ করল। (দাইলামী-আনাস রাঃ)

৯৩৮. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি মুশরিকদের শিরক থেকে মুক্ত পবিত্র (অর্থাৎ আমার কোন শরীক নাই) যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো, যাতে আমার সাথে আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন। তার সম্পর্ক তার সাথে, যাকে সে শরীক করেছে। (ইব্নে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৩৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা জিহাদ থেকে পলায়ন করে এর ভয়াবহ পরিনাম স্মরণ করে পুনরায় আবার জিহাদে এসে শহীদ হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে আশ্চর্য হয়ে ফেরেস্তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ দেখ! আমার বান্দা আমার নিকট পুরস্কারের আশায় ও আকর্ষণে জিহাদে কিভাবে ফিরে আসলো আর কিভাবে শহীদ হলো! (আবু দাউদ-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ)

৯৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে ডাকে না, আমি সদা তার উপর রাগান্বিত থাকি। (আসকরি-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে আছে যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে চায়? যদি তেমন সাধ্য থাকে একটি অণু পরমাণু সৃষ্টি করুক, অথবা একটি মামুলী দানা এমন কি একটি যব সৃষ্টি করুক, দেখি। (আহমাদ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৯৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে না, কিয়ামতের দিন তাকে আমি ভীত সন্ত্রস্ত রাখব। যদি সে দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে

www.bjilibrary.com

তাহলে কিয়ামতে আমি তাকে নিরাপত্তা দান করব। (ইবনে মুবারক-হাসান রাঃ)

৯৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ হে আদম সন্তান, যদি সম্পদকে সৎকাজে ব্যয় কর তা তোমারই জন্য কল্যাণকর। যদি তা কুক্ষিগত করে রাখ তা তোমারই জন্য ক্ষতিকর। উপরের হাত সব সময়ই নিচের হাত থেকে উত্তম। (বায়হাকী-আবু উমামা রাঃ)

৯৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান , যখন আমাকে স্মরণ করলে তখন শুকরিয়া আদায় করলে, আর যখন আমাকে ভুলে গেলে তখন আমার কুফরী করলে। (তাবারানী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৪৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ হে দুনিয়া, যে ব্যক্তি আমার খেদমত করে তুমি তার খেদমত করবে। আর যে ব্যক্তি তোমার সেবা করে তার নিকট হতে আরো সেবা আদায় করে নাও। (নাসায়ী-ইবনে মাসউদ রাঃ)

৯৪৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! দিনের প্রথমার্ধে আমার জন্য চার রাকায়াত নামাজ পড়ো। এ নামাজ তোমার দিনের শেষার্ধের জন্য যথেষ্ট হবে। (জামে তিরমিযী-আবু দারদা রাঃ)

৯৪৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাহর নেকী বদীর হিসাব নিকাশ করা হবে। পরস্পর তুলনা করা হবে, যদি একটি নেকীও অতিরিক্ত থাকে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (তাবারানী-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৯৪৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ সময়কে গালি দিয়ে আদম সন্তান আমাকে দুঃখ দেয়। অথচ আমি

www.bjilibrary.com

সময়। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা । আমিই রাত দিনকে পরিবর্তন করে থাকি। (বুখারী মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৪৯. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে পরস্পরকে মহব্বত করেছে তারা কই? আজকে আমি তাদেরকে আমার ছায়ার নীচে আশ্রয় দেবো। আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই। (সহীহ মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৫০. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে যারা পৃথীবিতে একে অপরকে ভাল বেসেছে, তাদের জন্যে আমি নূরের মিম্বর তৈরী করে রাখবো। তাদের দেখে নবী এবং শহীদদের ঈর্ষা হবে। (জামে তিরমিযী-মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ)

৯৫১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তুমি (আমার পথে) দান করো, তাহলে আমি তোমাকে দান করবো। কারণ আল্লাহর ভান্ডার পরিপূর্ন ও অফুরন্ত। দিনরাত অনবরত খরচ করলেও তা খালি হয়না। (সহীহ আল-বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৫২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমার ঘর (বায়তুল্লাহ) যিয়ারতকারীদের প্রতি তাকিয়ে দেখ। তারা উস্কু খুস্কু মাথাসহ অনেক কষ্টে আমার নিকট পৌছেছে। (হাকেম, আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৫৩. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, জ্বর আমার আগুন। দুনিয়ায় তা আমি আমার মুমিন বান্দাহর উপর চাপিয়ে দেই। এ (জ্বরের) আগুন তার পরকালের জাহান্নামের আগুন থেকে ঘাট্তি হবে। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৯৫৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ আহবান করবেন তোমরা তাওহীদী জনগণ একে অপরকে ক্ষমা করে দাও, আর উহার প্রতিদান আমিই দিব। (তাবারানী-উম্মে হানী রাঃ)

৯৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ আমার চিন্তা হয় জমীনবাসীকে কঠোর শাস্তি দিব। কিন্তু যখন আমার ঘরসমূহ (মসজিদ) আবাদকারী ও শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের প্রতি তাকাই তখন তাদের উপর শাস্তির ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে থাকি । (বায়হাকী-আনাস রাঃ)

৯৫৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমার প্রতি বান্দাহর যেরূপ ধারণা, আমি সেই ধারণা মোতাবেকই বিরাজ করি। যদি সে উত্তম ধারণা পোষণ করে তবে তারই কল্যাণ হবে। আর যদি খারাপ ধারণা পোষণ করে তবে তারই অকল্যাণ হবে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেনঃ খরচ কর (আল্লাহর পথে), তবে তোমার উপর ও খরচ করা হবে। (আহমাদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৫৮. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি যখন আমার কোনো মুমিন বান্দাহর প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিই, অতঃপর সে আমার কাছে কিছু আশা করে তার প্রতিদান আমার কাছে জান্নাত।" (সহীহ আল-বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৫৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি মদ পান করতে সমর্থ কিন্তু তা ত্যাগ করল নিশ্চয়ই আমি তাকে উহা জান্নাতে পান করাবো। (আল বাজ্জার-আনাস রাঃ)

৯৬০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমি আমার বান্দাহর সাথেই অবস্থান করি যখন সে আমাকে স্মরণ করে , আর আমারই স্মরণে তার উভয় ঠোট নড়তে থাকে। (বুখারী আহমাদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

৯৬১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ বান্দাহ যা কিছুর মাধ্যমে আমার এবাদত করে তন্মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমার ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করা। (আহমাদ-আবু উমামা রাঃ)

৯৬২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমার নিকট সবচেয়ে প্রি'য় সেই বান্দাহ যিনি ইফতার করায় খুব তাড়াতাড়ি করেন। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৬৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যদি কোন মুমিন বান্দাহ ক্ষতিগ্রস্ত বা দুঃখিত অবস্থায়ও আমার প্রশংসা করে, আমি তার উভয় পার্শ্বের মাঝখান থেকে নফসকে উঠায়ে নিই। (আহমাদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৬৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিরক করে আমি তাকে এবং তার শিরক উভয়কে পরিত্যাগ করি। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৬৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ কুদৃষ্টি শয়তানের তীরসমূহের অন্যতম। আমার ভয়ে যে তা পরিহার করে আমি তাকে এমন ঈমান দান করি যে সে নিজে অন্তরে তার স্বাদ উপলব্ধি করে। (হাকেম-ইবনে মাসউদ রাঃ)

৯৬৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ আমি কখনও আমার বান্দাহর হকের প্রতি নজর করি না যতক্ষণ বান্দাহ আমার হকের প্রতি নজর না করে। (তাবারানী-ইবনে আব্বাস রাঃ)।

৯৬৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ একমাত্র যার মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি কামনা করা হয় তা ছাড়া অন্য কিছুই আমি গ্রহণ করি না। (বুখারী-আনাস রাঃ)

৯৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান, তোমার ধনভাণ্ডার হতে আমার নিকট কিছু জমা

www.bjilibrary.com

রাখ, যা আগুনে পুড়বে না পানিতে ডুববে না, চোরেও নিতে পারবে না। তুমি যখন প্রয়োজন বোধ করবে আমি তোমাকে পূরণ করে দিব। (বায়হাকী-হাসান রাঃ)

৯৬৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সন্তোষ অর্জনের জন্য রোযা রাখবে আমি তার শরীরকে সুস্থ করে দিব এবং তাকে সন্তোষজনক প্রতিদান দিব। (দায়লামী, আবু দারদা রাঃ)

৯৭০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যাশা করে তার হায়াত বৃদ্ধি পাক, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাক, তার একান্ত উচিত যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে। (হাকেম-ইবনে আব্বাস রাঃ)

৯৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের হাশর (একত্র) করবেন। অতপর উচ্চস্বরে তাদের ডাকবেন, যা দুরের লোকেরাও ঠিক তেমনি শুনতে পাবে, যেমনি শুনতে পাবে কাছের লোকেরা। তাদের ডেকে বলবেনঃ আমিই একমাত্র সম্রাট। আমি প্রবল পরাক্রান্ত, ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। (বুখারী-জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ)

৯৭২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে মশগুল থাকার কারণে যিকির ও প্রার্থনা করার সময় পায় না আমি তাকে প্রার্থনাকারীর চেয়েও বেশী দান করে থাকি। (তিরমিযী-আবু সাঈদ রাঃ)

৯৭৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার যিকিরে মশগুল থাকে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীর চেয়েও উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি। (বুখারী-ইবনে ওমর রাঃ)

৯৭৪. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করে তাহলে আমি তাদেরকে রাতে বৃষ্টি বর্ষণ করব, দিনে সুর্যের কিরণ দিব মেঘের গর্জন বিদ্যুতের শব্দ তাদেরকে শুনাব না। (আহমাদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

www.bjilibrary.com

বুখারী ও মুসলিম সমর্থিত পঁচিশটি হাদীস

৯৭৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তার নামাজ কবুল করবেন না যার ওজু ভঙ্গ হয়েছে যতক্ষণ না সে ওজু করে। (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৭৬.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলার আশংকা না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক ওজুর সময় মেসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৭৭. একদা সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব করলেন এবং ওজু করলেন আর মোজার উপর মাসাহ করলেন। (হুজায়ফা রাঃ)

৯৭৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি জিনিস ফিতরাত (দ্বীনি স্বাভাবিক নীতি)- (১) খাতনা করা (২) নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা (৩) গোঁফ ছোট করা (৪) নখ কাটা (৫) বগলের নীচের লোম পরিস্কার করা। (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আশা (রাতের খাবার) ও এশা (একামত) একত্রিত হয়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও। (আয়েশা রাঃ)

৯৮০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যদি তারা জানত এশার ও ফজরের নামাজের মধ্যে কি সওয়াব আছে তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হলেও তারা সেদিকে আসত। (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৮১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামাজ পড়ার ফজিলত সাতাশ গুণ বেশী। (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

www.bjilibrary.com

৯৮২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খাবার উপস্থিত হলে নামাজ নাই, অদ্রুপ পেশাব পায়খানাও। (আয়েশা রাঃ)

৯৮৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন আযান শুন, তখন মুয়াজ্জিন যা কিছু বলে তোমরাও তাই বলবে। (আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৯৮৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নামাজে কাতারগুলো সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করে নেয়া নামাজ পূর্ণ হাবার অন্তর্ভূক্ত। (আনাস রাঃ)

৯৮৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাজে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করবে অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতিতে পরিণত করবে? (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৮৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও আমীন বল; কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৮৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ইমামতি করবে তখন সে যেন স্বল্প কিরায়াত করে। (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৮৮. নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (১) নামাজ আরম্ভ করার সময় (২) রুকুর জন্য তাকবীর বলার সময় (৩) রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময়-কাঁধ বরাবর দু হাত উঠাতেন। (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

৯৮৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সিজদার

www.bjilibrary.com

সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা করো। তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় কুকুরের মত দু বাহু বিছিয়ে না দেয়। (আনাস ইবনে মালেক রাঃ)

৯৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক সূরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামাজই হল না। (ওবাদা বিন সামেত রাঃ)

৯৯১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাজীর সামনে অতিক্রমকারী যদি জানত যে এটা কত বড় গুনাহর কাজ তাহলে সে নামাজীর সামনে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। (আবু জুহাইম রাঃ)

৯৯২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে সে যেন দু' রাকাত নামাজ পড়ে নেয়। (আবু কাতাদা রাঃ)

৯৯৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ কোন নামাজের কথা ভুলে গেলে তা যখনই স্মরণ হবে তখনই আদায় করে নিবে। (আনাস রাঃ)

৯৯৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক কাপড়ে নামাজ না পড়ে। যদি পড়ে তাহলে কিছু অংশ তার কাঁধের উপর থাকতে হবে। (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৯৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেউ পিয়াজ, রসুন ও গুনজান (দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস) খেয়ে ফেলে সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। কেননা মানুষ যাতে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও তাতে কষ্ট পায়। (জাবির রাঃ)

৯৯৬. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঃ সফর অবস্থায় জোহর ও আসর এক সঙ্গে পড়তেন এং মাগরিব ও এশার নামাজও এক সাথে পড়তেন। (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

www.bjilibrary.com

৯৯৭. জুমআর খুতবা চালাকালীন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন- 'হে অমুক! তুমি নামাজ পড়েছ কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, উঠ, দু'রাকাত নামাজ পড়ে নাও। (জাবির রাঃ)

৯৯৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমআর খুতবা চলাকালীন যদি তোমার সাথীকে বল 'চুপ থাক' তাহলে তুমি একটি অর্থহীন কাজ করলে। (আবু হুরায়রা রাঃ)

৯৯৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাজায় শরীক হয় সে এক কীরাত এবং যে দাফন পর্যন্ত থাকবে সে দু' কীরাত নেকী পাবে। (কিরাত ওহুদ পাহাড় সমতুল্য নেকী)। (আবু হুরায়রা রাঃ)

১০০০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি রোজা রাখবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে সত্তর বছর রাস্তার সমান দূরবর্তী করে দিবেন। (আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

www.bjilibrary.com

সাতজন শ্রেষ্ঠ হাদীস বর্ণনাকারী

বিদায় হজ্জে ঐতিহাসিক আরাফার ময়দানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি বাক্য এমন বলেছেন যে যুগ যুগ ধরে ইসলামী জীবন বিধানকে সকল বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করছে। সেই ঐতিহাসকি বাক্যটি হল ঃ-

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম যতদিন তোমরা সে দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে কেউ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। তার একটি হল আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং অন্যটি আমার সুন্নাহ- আল হাদীস।"

সাহাবীদের মধ্যে অসংখ্য সাহাবী কুরআনকে মুখস্থ করে হাফেজে কুরআন ছিলেন। পরবর্তীতে হাদীস সংগ্রহ করার সময় হাদীস মনে রেখেছিলেন এমন অসংখ্য সাহাবী পাওয়া গেছে। তারা হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে হাদীসের ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছেন।

হাদীস সংগ্রহ করার জন্য সাহাবীদের ত্যাগ অবর্ণনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা বলার পরিণতি হল নিজের বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়া। একথা স্মরণ রেখে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের ত্যাগ ও কুরবানীর কথা স্মরণ হলে শরীর শিহরিয়ে উঠে। দু'চোখের পানি সংবরণ করা যায় না।

এখানে সাতজন হাদীস বর্ণনাকারীর নাম দেয়া হল যাদের হাদীস বর্ণনার সংখ্যা এক হাজারের বেশী।

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি।

(২) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২৬০টি।

www.bjilibrary.com

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০টি।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০টি।

(৫) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৪০টি।

(৬) হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬টি।

(৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০টি।

উপরোল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম একদিকে যেমন হাদীস সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছেন অন্যদিকে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে তাদের অবদান অতুলনীয়। তাদের সম্পর্কে বলা একটি প্রসিদ্ধ কথা হল, 'হুম ফিল লাইলে রুহবান অফিন্নাহারে ফুরসান' 'তারা রাতের বেলায় নামাজে দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে জায়নামাজ ভিজায় ও তারা দিনের বেলায় ঘোড়ার পিঠে জিহাদের ময়দানে ঘাম ও রক্ত ঝরায়।' তাদের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে শিক্ষাগ্রহণের তৌফিক দিন। আমীন!!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

প্রাপ্তি স্থান ঃ

- আধুনিক প্রকাশনী,
  বাংলা বাজার ও মগবাজার, ঢাকা।

- জামায়াত প্রকাশনী
  ৫০৪, বড় মগবাজার, ঢাকা।

- নবযুগ প্রকাশনী
  ৪৯১, ওয়্যারলেস রেল গেইট, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২

- প্রফেসার বুক কর্ণার
  মগবাজার, ঢাকা।

- তাসনিয়া বই বিতান
  মগবাজার, ঢাকা।

- আল ইসলাহ্ প্রকাশনী
  মহিশাল বাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

www.bjilibrary.com

'আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য (হাদীস) হলেও তা পৌঁছিয়ে দাও।'

-আল হাদীস

আল ইসলাহ্ প্রকাশনী

www.bjilibrary.com